শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক

সংকলিত ও ভাষ্যকৃত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
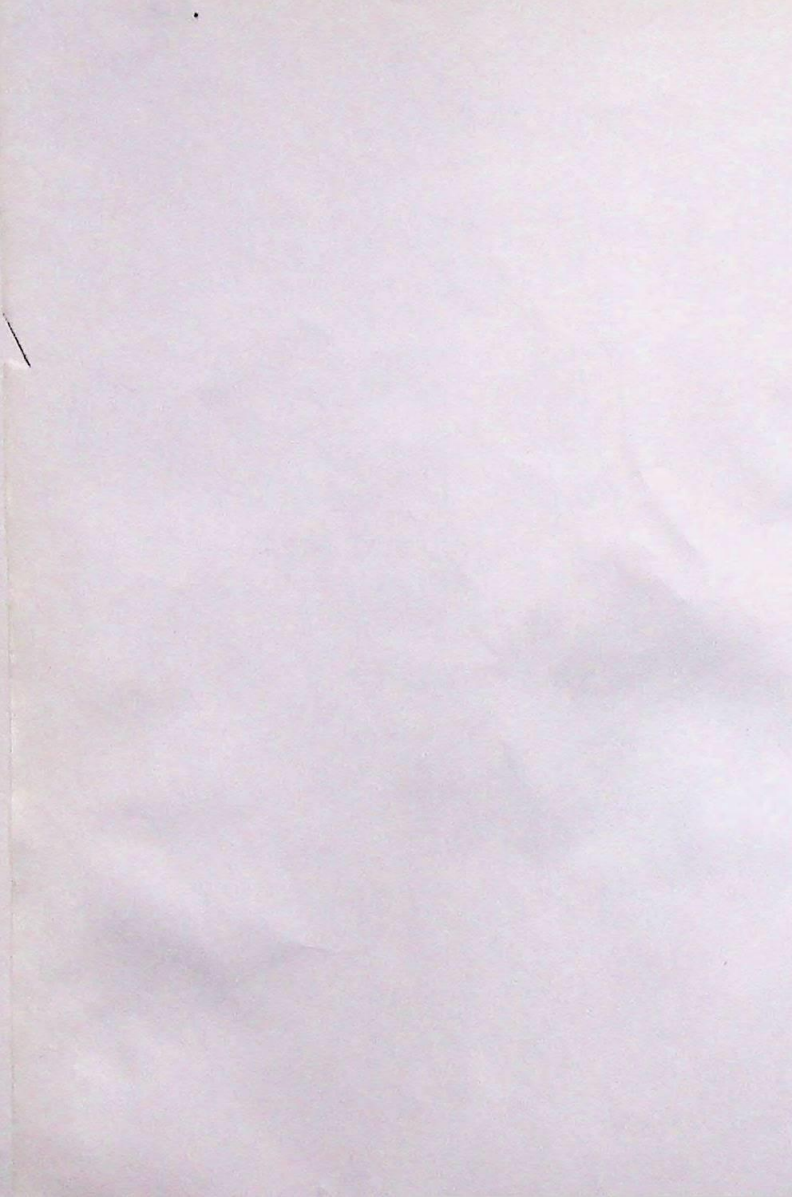
শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা

"প্রভুপাদশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর", "প্রেম-সম্পুট" ও "শ্রীনবদ্বীপধাম" প্রণেতা এবং গৌড়ীয় ও শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা-সম্পাদক "শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গুণাবলী" বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ -

সংকলিত ও ভাষ্যকৃত

অভিনব সংস্করণ

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত

দীন সেবক শ্রীসেবানন্দ দাসাধিকারী।

বগুলা ঃ নদীয়া

আনুকূল্য

প্রথম সংস্করণ
শ্রীব্যাসপূজাবাসর, ৬ গোবিন্দ, ৪৬৬ শ্রীগৌরাব্দ।
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর নদীয়া
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীগুরুপূর্ণিমা-বাসর ৪৯০ শ্রীগৌরাব্দ।
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
অভিনব সংস্করণ
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব ৫১৩ গৌরাব্দ।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

—শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়শ্রমণ আশ্রম, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
৩। বগুলা বস্ত্র বিপণি, ষ্টেশন রোড্, বগুলা, নদীয়া।

মুদ্রক ঃ নিশীথ রঞ্জন বিশ্বাস, "প্রেস ইউনিক" বগুলা, নদীয়া।
দূরভাষ ঃ (03473) 72 496

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রাক্তন আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব শত বার্ষিকী (বাংলা ১৪০৬ সালের শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব হইতে ১৪০৭ সালের শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব) উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে কুসুমাঞ্জলি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অভিনব সংস্করণ-সম্পর্কে প্রকাশকের কিছু নিবেদন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অস্মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের সন্তোষ এবং অনুগ্রহ কামনা বিধায় তদীয় সংকলিত ও ভাষ্য-সুধা সমন্বিত "শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা" নামাঙ্কিত শ্রীগ্রন্থের অভিনব সংস্করণ শ্রী গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনালোক-সহ প্রকাশ করা হইল।

এই গ্রন্থ-প্রকাশনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দেবদুলাল কুণ্ডু আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

বগুলা, নদীয়া
শ্রীগোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব
২২শে কার্ত্তিক ১৪০৬ সাল

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসেবানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব

গ্রন্থসম্পুট-সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্বে যাঁহার উপদেশ-রত্নমালা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও লীলামৃত-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লেখা আবশ্যক। ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মজগতে উপকরণসূত্রে প্রাণীমাত্রই যাঁহার উদ্দেশে যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া ফল-সাফল্য লাভ করেন, সেই বিশ্বম্ভরই জ্ঞানভূমিকায় যাবতীয় চেতনবিশিষ্ট জীবের চরম ফললাভের একমাত্র সোপান হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে পরিচিত। তিনি—জগতের সর্বাদর্শের একমাত্র আদর্শ ঔদার্যবিগ্রহ এবং আদর্শাকর স্বয়ংরূপ ঐশ্বর্য-মাধুর্য-বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যদেব মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, দয়ানিধি ও নিখিল-মঙ্গলনিলয়। তিনি নিত্য-লীলাময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইয়াও জীবজগতের সর্বোপাস্য নিত্য-ভজনীয় বস্তু। তাঁহার স্বয়ংস্বরূপের প্রতি প্রীতিময় হইলেই জীবকুল মায়িক বদ্ধদশা অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থিত হন। যে-সকল জীব কেবল চেতন-ধর্মে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত জানিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই অচিচ্ছক্তি মায়ার কবল-মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সেব্য স্বয়ংরূপের, গুণের, পরিকরবৈশিষ্ট্যের ও লীলার সেবোপকরণ-স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরতিামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদের ২৮৬ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন, —বস্তুতঃ (গৌর ও কৃষ্ণ) উভয়েই স্বয়ংরূপ বিগ্রহ অর্থাৎ গৌরই 'কৃষ্ণস্বরূপে' সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয়-বিগ্রহ আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবকান্তিময়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীগৌরহরি যাবতীয় চিৎসত্তার মূলরূপে দীপ্তিমান্ বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নামে নিত্য খ্যাত। তিনি তত্ত্বতঃ অনাদি, সর্বাদি, সর্বকারণকারণ অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনদ্বারা সকলের চৈতন্য সম্পাদন করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের লীলাভিনয়কালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব—মহাপ্রভু ; তজ্জন্যই শ্রুতিতে 'মহান্ প্রভুর্বৈ সঃ' কীর্তিত হইয়াছে। বিশ্বকে প্রেমদ্বারা ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া তিনি বিশ্বম্ভর নামে খ্যাত। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বহু শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব হইতে পরতত্ত্ব আর কেহই নহেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ ; যোগিগণধ্যেয় পরমাত্মা তাঁহার অংশ এবং জ্ঞানিগণোপাস্য ব্রহ্ম তাঁহারই অঙ্গকান্তি। শ্রীল রূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব নাটকে লিখিয়াছেন, —অনর্পিতচরী উন্নত-উজ্জ্বল-রসরূপা স্বভক্তিশ্রী কলিতে সমর্পণ করিবার নিমিত্তই সুবর্ণকান্তি শ্রীগৌরহরি অবতারী হইয়াও কৃপাপূর্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী স্বীয় কড়চায় জানাইয়াছেন যে, শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনুই শ্রীগৌরাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান্ মাধুর্য-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিত্যলীলাময়। আচার্যলীল শ্রীগৌরহরির কৃপায় মধুর রসে সেবার অধিকার পাইলে ভক্ত তাঁহাকে শ্রীরাধাগোবিন্দরূপে দর্শনের সৌভাগ্য পান। 'রসরাজ' ও 'মহাভাব'—দুই একরূপ ; শ্রীরায় রামানন্দ তাহা ভাবসিদ্ধ নয়নে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন যে, —শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কি প্রকার, শ্রীরাধিকার আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য কি প্রকার এবং সুখবাঞ্ছা না থাকা সত্ত্বেও প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণসেবায় তদপেক্ষাও যে অধিক সুখ লাভ হয় তাহাই বা কি প্রকার—এই তিনটীর আস্বাদন নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তিসহ শ্রীগৌর-সুধাকর শচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

লীলামৃত

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুণী পূর্ণিমায় (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী) চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সকলকে শ্রীহরিনামকীর্তন-রসে উন্মত্ত করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপনগরস্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর দিব্য তনয়রূপে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শৈশবে ক্রন্দনের ছলে নারীগণকে কৃষ্ণকীর্তন করাইয়া শান্ত হইতেন। বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরে তিনি বহু অলৌকিক-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যাবিলাসকালে ন্যায়ের ফাঁকিতে "হয়কে নয় ও নয়কে হয়" করিয়া তিনি পড়ুয়াগণকে স্তম্ভিত করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল বাদিসিংহ। কৈশোর বয়সেই তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশ্মীরদেশীয় শ্রীকেশব ভট্ট নামক প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করিয়া বিদ্যার সর্বপ্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর উল্লাস বর্ধনপূর্বক গৌরবের পাত্র হইয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার গূঢ় রহস্য প্রদান করিয়াছিলেন। তৎফলেই শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উক্ত পণ্ডিতপ্রবরকর্তৃক সেই সেবার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে পদ্মার তীরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মগডোবা নামক স্থানে শুভবিজয় করিয়া অধ্যাপনাকালে তিনি সাধ্যসাধন-তত্ত্বপিপাসু শ্রীতপন মিশ্রকে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা, স্বীয় শ্রীশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর ও তৎপরে তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা, স্বীয় ভূশক্তি, প্রেমভক্তিস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ নানা-শাস্ত্রে বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে অলৌকিক নিপুণতা লাভ করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্বক একান্তভাবে কৃষ্ণ ভজনের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে গয়ায় গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মাধ্বশাখায় দীক্ষিত কিন্তু উজ্জ্বল প্রেমময়তরুর অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণান্তে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতে থাকেন। তৎপরে গৃহে আসিয়াও তিনি সকল শাস্ত্রে সকল শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ যে, শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই ব্যাখ্যা করেন এবং অধ্যাপনা ছাড়িয়া

দিয়া পার্ষদবৃন্দসহ সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার সঙ্কীর্তন-রাসস্থল। তিনি শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যভবনে (যে স্থানে বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত) শ্রীব্রজলীলার নাটক অলৌকিকভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা নদীয়ার ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম-রস বিতরণ করাইয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্তনকালে কীর্তনে বাধাপ্রদানকারী কাজীর উদ্ধার এবং নগরে নগরে শ্রীনাম-বিতরণকালে জগাইমাধাই উদ্ধারদ্বারা তিনি জনসমূহকে অতীব বিস্মিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ২৪ বৎসর বয়সে পাষণ্ডপ্রকৃতির জনগণকেও ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিবার ও সর্ববিশ্ব প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা শচীমাতাকে ও পত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পরিত্যাগপূর্বক কাটোয়ায় যাইয়া শ্রীকেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি কীর্তন-সহযোগে প্রেমবন্যা প্রদর্শন করেন। তৎপরে নীলাচলে যাইয়া ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্বভৌম শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্যকে মায়াবাদ বিচার হইতে উদ্ধারপূর্বক বেদান্ত-দর্শনের অভিধাবৃত্তিগত আলোকে আলোকিত করেন। তৎপরে দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া জনগণকে বিভিন্ন মতবাদ হইতে উদ্ধার করতঃ কৃষ্ণপ্রেমরসে উন্মত্ত করেন। তথায় পুণ্যতোয়া গোদাবরী তটে প্রদেশপাল শ্রীরায় রামানন্দের সহিত তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-চমৎকারিতা-সম্বন্ধে ভজনের সর্বোত্তম কথা আলোচিত হইয়াছিল। তিনি ব্রজমণ্ডলে যাইয়া প্রেমের মহাবারিধি প্রদর্শনপূর্বক শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে প্রয়াগে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং কাশীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। কর্ণাটকদেশের দ্বাদশ শতাব্দীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নৃপতি সর্বজ্ঞের পঞ্চম অধস্তন মহাসদাচারসম্পন্ন কুমারদেবের তনয়রূপে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ পরগণায় আবির্ভূত হইয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নানা শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রদর্শনপূর্বক তদানীন্তন বঙ্গের স্বাধীন ভূপতি হোসেনসাহ কর্তৃক অমাত্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনপ্রাপ্তির পরে প্রথমতঃ শ্রীরূপ গোস্বামী ও তৎপরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক অকিঞ্চন হইয়া রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট স্থাপনের নিমিত্ত

শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করতঃ পথিমধ্যে প্রভুর দর্শন পাইয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর তদানীন্তন বৈদান্তিক মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থলীলায় ২৪ বৎসর, সন্ন্যাস গ্রহণান্তে সমগ্র ভারতে পরিব্রাজকলীলায় ৬ বৎসর এবং প্রকটলীলায় অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৮ বৎসর কালের মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণসহ সঙ্কীর্তনরসে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহা হইতে পুরীধামে গুণ্ডিচা মার্জন ও রথযাত্রা নূতন আলোক লাভ করিয়াছেন। শেষ ১২ বৎসর তিনি গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সহিত নিরন্তর বিপ্রলম্ভ-প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। যে সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে পাঠান-শাসন সুবিস্তৃত, হিন্দুগণ জিজিয়াকর-প্রপীড়িত এবং বিভিন্ন রাজ্য মধ্যে কলহানল প্রজ্জ্বলিত থাকায় এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব সকল প্রকার বাধা অনায়াসে অতিক্রমপূর্বক সমগ্র ভারতে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অসমোর্দ্ধ্ব চমৎকারিতাযুক্ত সনাতন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতঃ অপ্রাকৃত প্রেমের মহীয়সী শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ভাগবতধর্ম উচ্চ বর্ণে, বর্ণাশ্রমে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আচার্যপদে বৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলে আর্বিভূত শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ঠাকুরকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং কুলীন গ্রামে রামানন্দ বসু প্রমুখ সজ্জনগণ ঠাকুরের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার দ্বারা জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুকর্তৃক প্রাচীন নবদ্বীপ নগরে কাজী উদ্ধারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালে উত্তর প্রদেশস্থিত সোরোর নিকটবর্তী স্থানে কতিপয় পাঠান সৈন্যকে কৃপা করিয়াছিলেন, তদবধি ঐ স্থানটি এখনও পাঠান-বৈষ্ণবগ্রাম নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বনমধ্যে খাদ্য ও খাদক-সম্বন্ধযুক্ত মৃগ-ব্যাঘ্রাদিকে শ্রীহরিনামে উন্মত্ত করিয়া একসঙ্গে নৃত্য করাইয়াছিলেন। সুতরাং দেখিতেছি, শুধু মনুষ্যজাতি নহেন, পশ্বাদিও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তিনি কর্ম-জড়-স্মার্তবাদের আদর না করিয়া সকলকেই প্রেমযোগে

ভগবদ্ভজনে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের নবাব হোসেনসাহকর্তৃক মুখে জল নিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী সুবুদ্ধি রায়কে কাশীর স্মার্ত-পণ্ডিতগণ তপ্তঘৃত পানে প্রাণত্যাগের নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়কে রক্ষা করিয়া মহামন্ত্র প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন, —এক কৃষ্ণনামেই প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং নিরপরাধে সম্বন্ধের সহিত কৃষ্ণনাম করিলে জ্ঞানিগণ-দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে তাঁহার শ্রীরূপ-সনাতনাদি পার্ষদবৃন্দ শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীকৃষ্ণলীলার লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও ভক্তি-সদাচার প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রচারের ভার অর্পন করিয়াছিলেন পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উপর। দক্ষিণদেশ তিনি স্বয়ং উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপাদপূত যে-সকল স্থান বিস্মৃতি-গর্ভে পতিত হইয়াছিল, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সমগ্র ভারতে ভ্রমণপূর্বক সেই সকল স্থান উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। তাঁহার শিক্ষা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতে, শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণিতে, শ্রীল জীব গোস্বামিকৃত শ্রীভাগবতসন্দর্ভে এবং শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রমুখ অন্যান্য গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহে দেদীপ্যমান। সেই সকল শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশমূলতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন। তদ্‌রচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জৈবধর্মাদি কয়েকটি গ্রন্থে এই দশমূলতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার ইতঃপূর্বে 'প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম', 'প্রেমসম্পুট' গ্রন্থসমূহ প্রণয়নদ্বারা শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করিয়াছেন। নামে না হইলেও কার্যতঃ তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তৎপ্রবর্তিত বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক 'দৈনিক বার্তাবহ নদীয়া-প্রকাশ' বহু বৎসর সম্পাদন করিয়াছেন ; ইহাতে তাঁহার ন্যূনাধিক সহস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' তিনি একটি করিয়া সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পরমাদরের 'শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা' কয়েক বৎসর যাবৎ তিনিই সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত মহাসিন্ধুর দ্বাদশটী রত্ন আহরণ করিয়া মহাজনানুসরণে 'শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা' গ্রথিত করিয়াছেন। এই মালার প্রথম রত্ন দশমূল সমাহার ; দ্বিতীয় রত্ন প্রমাণ-শিরোমণি আম্নায় ; তৃতীয় হইতে নবম রত্ন প্রমেয়ান্তর্গত সম্বন্ধ-তত্ত্বাত্মক ; দশম রত্নটী শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত চতুষ্টয় এবং ঐ মতসমূহ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ; একাদশ রত্ন অভিধেয়-তত্ত্ব এবং দ্বাদশ রত্ন প্রয়োজনতত্ত্ব। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু-রচিত 'শিক্ষাষ্টক' উক্ত মহাসিন্ধুর মহামরকত, তাহাই দোলকরূপে এই রত্নহারে সংযুক্ত হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রদ্ধালু জনগণ এই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিলে দোলকটী হৃদয়ে স্থান পাইবে।

বেদান্তের অভিধাবৃত্তি এবং বেদান্তদর্শন-কলিকার প্রস্ফুটিত পুষ্প গৌড়ীয়-দর্শন; আবার গৌড়ীয়-দর্শনসার এই গ্রন্থখানি। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যে এই রত্নহার দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বর্তমান গ্রন্থ-দুষ্প্রাপ্যতার এবং বিস্তৃত গ্রন্থপাঠে জনসাধারণের সময়াভাবের দিনে এই শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব ত্রয়োদশী,
৪৬৬ শ্রীগৌরাব্দ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

নিবেদন

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন, —"কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপক-শ্রীরূপান্বয় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দের্ভে লিখিয়াছেন যে, কলিতে যদি অন্য কোনও ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হয় তাহা 'কীর্তন'-সহযোগেই করিতে হইবে।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা স্বীয় প্রচার লীলায় প্রদর্শক 'শ্রীরূপশিক্ষা-প্রদর্শনী' উন্মোচক শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা অনুকম্পিত জনগণকে প্রদানপূর্বক মুখ্যতঃ কীর্তন-সংযোগেই তাহা সম্পাদনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কীর্তন বলিতে জনসাধারণ সুর-তাল-লয়-মান সমন্বিত সঙ্গীতকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই অর্থে মাত্র 'কীর্তন'-শব্দ ব্যবহৃত হইলে মাদৃশ সুর-তাল-লয়-মানজ্ঞানবিহীন রাসভনিন্দিতস্বরের ভজনের কোনই আশা নাই। শাস্ত্র আমার ন্যায় দুর্গত জনগণকেও কৃপা করিবার জন্য বলিয়াছেন, "ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনস্তু

ততো বরম্" অর্থাৎ ওষ্ঠ-স্পন্দনমাত্রেই কীর্তন হইয়া থাকে এবং তাহা জপ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বহুব্যক্তি মিলিয়া কীর্তন করিলে সঙ্কীর্তন হয়, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্তনকে শুধু নিকটবর্তী জনগণের সহিতই কীর্তনমধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বিশ্ববাসী সকলের সহিতই কীর্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই কীর্তনের মৃদঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র। তাই তিনি মুদ্রাযন্ত্রকে বড় খোল বা বৃহৎ মৃদঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। 'লেখনী'-কণ্ঠ 'মুদ্রাযন্ত্র'-মৃদঙ্গ সহযোগে যে কীর্তন করে তাহা বিশ্ববাসী সুহৃদগণ মনোযোগ-করতাল সহযোগে দোহার করিবার সুযোগ পান। সর্ববিষয়ে অযোগ্য অস্ফুটস্বর এই দীন সেবককে দীন বৎসল শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক উক্ত কীর্তন-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা যে অনিচ্ছুক রোগীর মুখ বলপূর্বক ব্যাদান করাইয়া নিত্যকল্যাণ মহৌষধ সেবন করান, তাহা আমার সহিত সংশ্লিষ্ট জনমাত্রই বিশেষরূপে অবগত আছেন। আদৌ গুরুসেবা, তজ্জন্য প্রথমতঃ (৪৫৩ শ্রীগৌরাব্দে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে) প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর গ্রন্থ প্রণয়ন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলানুশীলন মানসে মহাজনগণের গ্রন্থাবলম্বনে অসমোর্ধ্ব দার্শনিক তত্ত্বাত্মিক শ্রীচৈতন্যোপদেশাবলী ও শ্রীগৌরহরির পূতজীবনী লেখনসেবায় ব্রতী হইয়াছি। উক্ত উপদেশাবলী বিবিধ প্রবন্ধাকারে মাসিক গৌড়ীয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে ; সেই সকল প্রবন্ধ কিছু পরিবর্তন সহযোগে দশটী অধ্যায় রত্নরূপে গ্রহণ এবং আরও তিনটি নূতন অধ্যায় রত্ন সংগ্রহপূর্বক 'শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা' গ্রথিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ বিভিন্ন প্রবন্ধে গৌড়ীয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা হইলে ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নাম-রূপ-গুণলীলানুশীলনের সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইব।

আমি দৃষ্টিশক্তিহীনতাবশতঃ লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম। যিনি এই দীন সেবককে ত্রিদণ্ড প্রদানপূর্বক কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে সচেষ্ট এবং আমার এই অন্ধাবস্থায়ও লেখনসেবার জন্য অনুগতজন প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক সন্ন্যাসগুরু শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের শ্রীচরণকমলে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের ভাষা আমার নাই। গৌড়ীয়-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ মঠজীবনের প্রারম্ভ হইতেই আমাকে হরিকথামৃতে পুষ্ট করিয়াছেন ; এক্ষণে এ দাসের লেখাসমূহ সময়াভাবসত্ত্বেও বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক কারুণ্যগুণে সংশোধন করিয়া দিতেছেন এবং সময় সময় প্রুফও সংশোধন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীচরণ-সরোজেও আমি চিরঋণী। নিবেদন ইতি—

৬ গোবিন্দ, ৪৬৬ শ্রীগৌরাব্দ।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ।

সূচীপত্র

গুর্বর্পণ

পরম করুণাময় ইষ্টদেব প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেবকগণের অল্প সেবাও কতই
না উল্লাসভরে বহুমানন করিতেন। অনুগগণের সম্পাদিত
পরমার্থিক পত্র ও গ্রন্থাদি এবং তাঁহাদের লেখা কত
না আনন্দভরে প্রাপ্তিমাত্র পাঠ করিতেন। তিনি
প্রকট থাকিলে এ অযোগ্য সেবকের অনিপুণ
হস্তে গ্রথিত মালাটীও নিশ্চয়ই কৃপাপর-
বশতায় হর্ষভরে গ্রহণ করিতেন।
দুর্ভাগ্য আমার নিকটে তিনি
অপ্রকট-লীলা প্রদর্শন
করিলেও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণের নিকটে তাঁহার
নিত্যস্বরূপ সর্বক্ষণ প্রকাশিত ; তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের
শ্রীকরকমলে সমর্পণের নিমিত্ত এই 'মালা'টী তৎপ্রেষ্ঠ
বর্তমান শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল
ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের
শ্রীকরে অর্পণ করিতেছি।

—দীন গ্রন্থসঙ্কলন-সেবক।
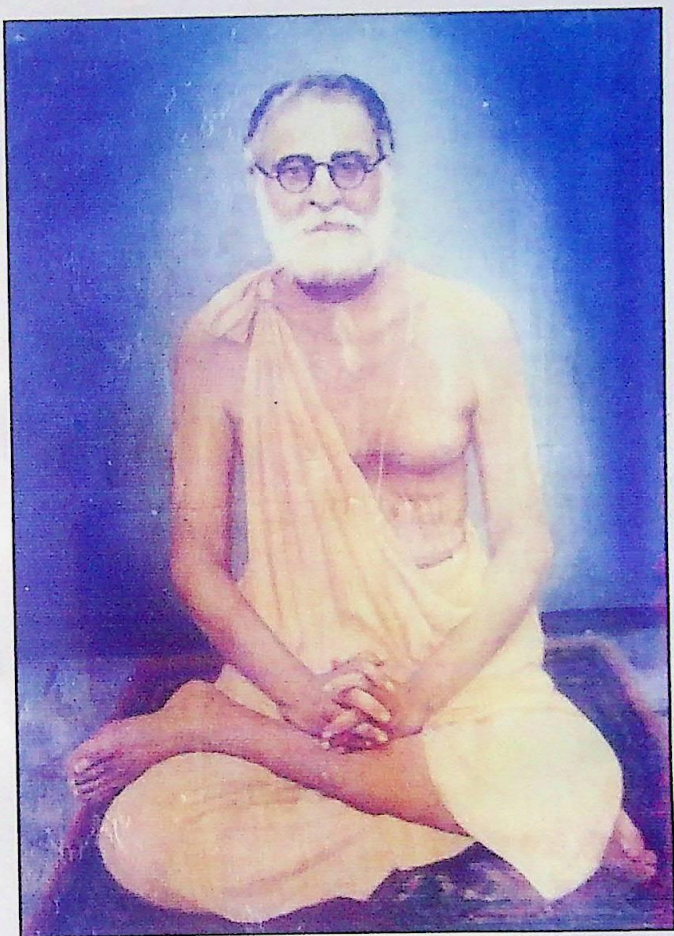
শ্রী চৈতন্য মঠ ও তৎশাখা শ্রী গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা
প্রভুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
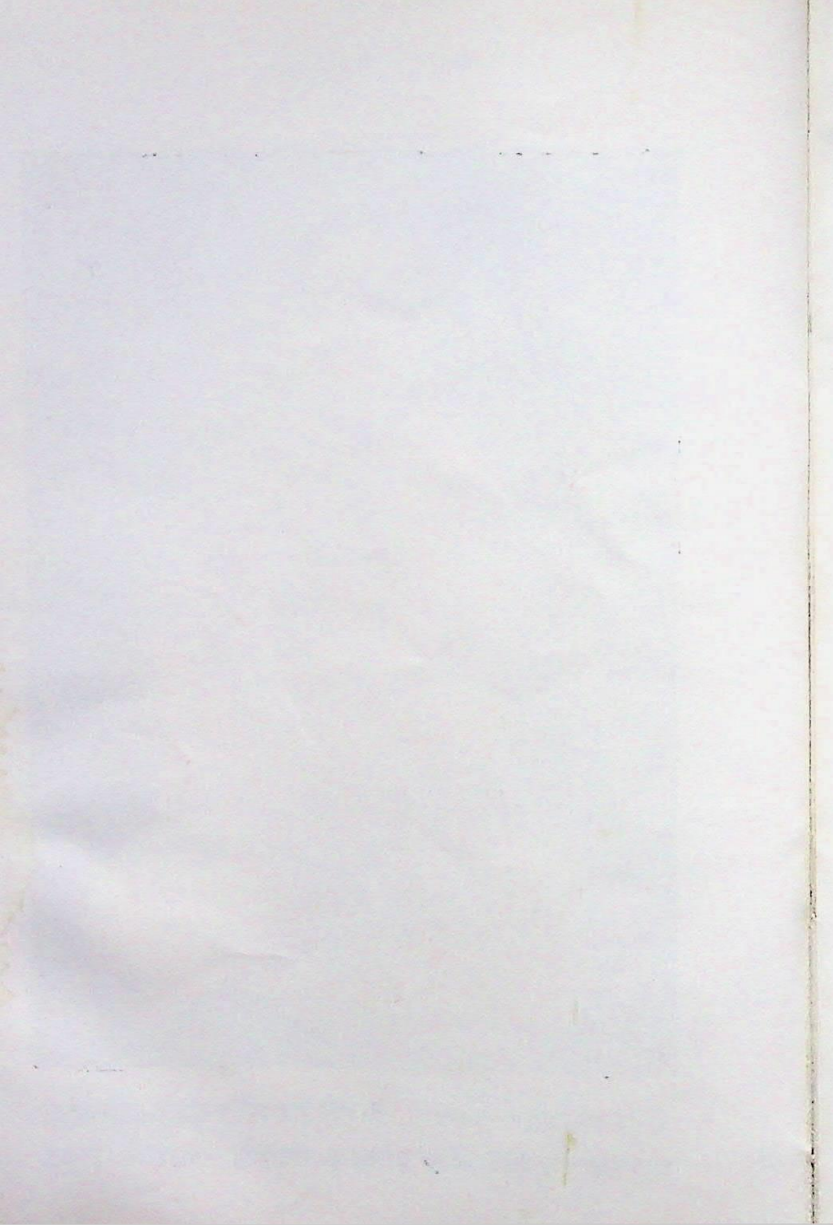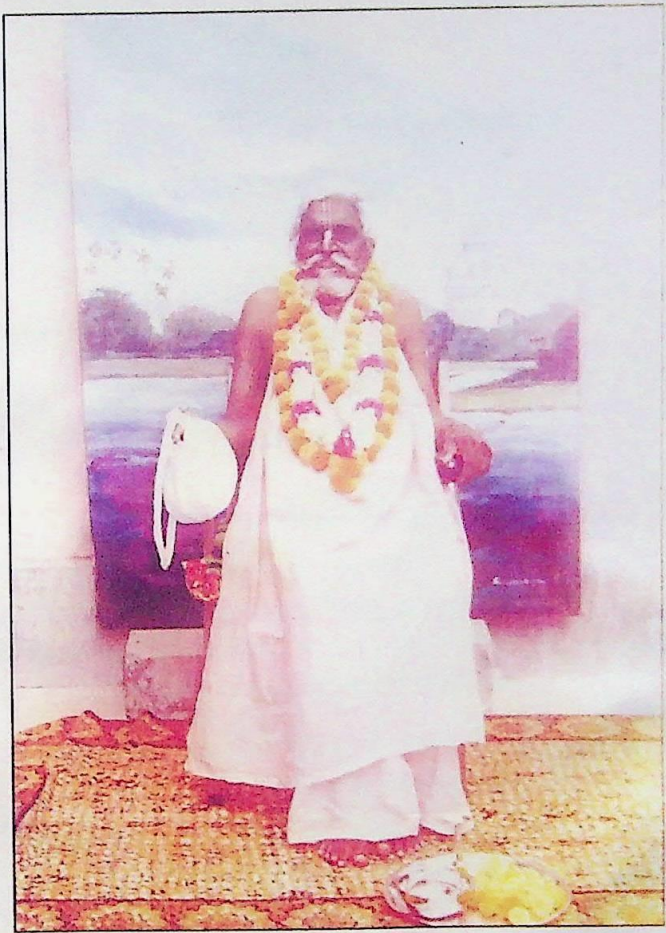
ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রী শ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা

প্রথমরত্ন

দশমূল-সমাহার

দশমূল-তত্ত্ব

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ
জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং
তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরির্গৌরচন্দ্রো ভজে তম্।।

প্রমাণ তত্ত্ব—১

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়াংস্তান্নববিধান্।

এই জগতে (১) আম্নায় অর্থাৎ সদ্‌গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদসকল বলেন,—(২) শ্রীহরি পরম তত্ত্ব, (৩) সকল শক্তির আধার ও (৪) রসসমুদ্র, (৫) জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ, (৬) [বহির্ম্মুখতাহেতু] মায়ার কবলে পতিত এবং (৭) ভাব বা রতির উদয়ে তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার যোগ্য ; (৮) সকল বস্তুই যুগপৎ শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৯) শুদ্ধভক্তিই সাধন এবং (১০) শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই সাধ্য ;—ইহা যে শ্রীহরি শ্রীগৌরচন্দ্র শিক্ষা দেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।। ১।।

তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নো
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা।। ২।।

প্রমেয়-তত্ত্ব—৯

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ।। ৩।।

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূণ্যঃ পরমপুরুষোঽসৌ বিজয়তে।। ৪।।

শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্যে নববিধ প্রমেয়তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্যবিষয়বিচারে অক্ষম ; অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।। ২।।

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূণ্য নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশ মাত্র। সেই তিনিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।। ৩।।

তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহিমাস্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয় ব্যাপারে সর্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান।। ৪।।

স বৈ হ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতস্তথা
সম্বিচ্ছক্তিপ্রকটিত-রহোভাবরসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদ-তদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরস-বিলাসী বিজয়তে।। ৫।।

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্যস্যেবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতি-বশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ।। ৬।।

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়-জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ।। ৭।।

স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ', ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়বিকারে কৃষ্ণ সর্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গ ভাবদ্বারা সর্বদা রসিত-স্বভাব সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্মল বৃন্দাবনাদি ধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ নিত্যরসসাগরে মগ্নভাবে বিরাজমান।। ৫।।

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণকণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্তজীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্য পৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য বশীভূতা দাসী আছেন ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনিই ঈশ্বর। যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব।। ৬।।

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগতদাস। সেই স্বরূপবিহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশ সমূহে পরিপূর্ণ কর্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।। ৭।।

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরস-গলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরস-ভোগং স কুরুতে।। ৮।।

হরেঃ শক্তেঃ সর্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমত-বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিত-তত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে।। ৯।।

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধি-গণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং হরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগত-ভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমল-রতিং বৈ স লভতে।। ১০।।

সংসারে উচ্চনীচ-যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে ; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে —জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন।। ৮।।

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি। বিবর্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব ; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব হইতে সর্বদা নিত্য তত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়।। ৯।।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবদেন—এই নববিধা বৈধীভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।। ১০।।

স্বরূপাবস্থানে মধুররস-ভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজন-ভাবং হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুল-সম্পৎ সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্যাং স লভতে।। ১১।।

নিত্যকল্যাণার্থীর কৃত্য

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্র-চতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্।
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ।। ১২।।

ফলশ্রুতি

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ।। ১৩।।

সাধন-ভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুর রসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগতভাব হৃদয়ে উদিত হয় ; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরম পরিচর্যা লাভ হয়—ইহা অপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ।।১১।।

'কৃষ্ণ কে?' 'আমি জীবই বা কে?' 'এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি?' —এই সকল বিষয় বিচারপূর্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্মাধর্ম ও সকল প্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে হরিদাসস্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন।। ১২।।

এই দশমূল সম্যক্‌রূপে সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন।। ১৩।।

দ্বিতীয় রত্ন

প্রমাণ-শিরোমণি আম্নায়

শ্রীগৌরহরি যে শিক্ষা বিতরণের জন্য বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গৌরশক্তি শ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহা দশমূলতত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—(১) নিত্যসিদ্ধ-গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায় ; আম্নায় বলেন, —(২) শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব ; (৩) শ্রীহরি—সর্বশক্তিসম্পন্ন ; (৪) শ্রীহরি—অখিলরসামৃতসিন্ধু ; (৫) জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ ; (৬) কতক জীব মায়াবদ্ধ ; (৭) কতক জীব মায়ামুক্ত ; (৮) চিৎ ও অচিৎ—সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ ; (৯) শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সাধন ; (১০) শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

উক্ত দশমূলতত্ত্বের প্রথমটি 'প্রমাণ' অপর নয়টি প্রমেয়। প্রমাণদ্বারা যাহা নির্ণীত হয়, তাহা প্রমেয় এবং যদ্দ্বারা প্রমেয়সকল নির্ণীত হয় তাহার নাম প্রমাণ। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে বিভিন্ন দার্শনিকগণের অবলম্বিত দশবিধ প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রমাণাবলী যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, আম্নায় (শব্দ বা বেদ), আর্ষ, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা।

১। প্রতি+অক্ষ = প্রত্যক্ষ। অক্ষ-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, প্রতি-শব্দের বিষয়ের প্রতি। সহজ কথায় প্রত্যক্ষ-শব্দে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাধিত প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যথা—বালকটি সুন্দর, গানটি

শ্রুতিসুখকর, গোলাপটি সুগন্ধি, আম্রটি সুমিষ্ট, বরফ শীতল ইত্যাদি, বিচারালয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্থান সর্বোপরি।

২। হেতু ও সাধ্যের ব্যভিচার-রহিত অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের জ্ঞানই অনুমান-প্রমাণ। অনুমান শব্দের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। সহজ কথায় হেতুসিদ্ধ জ্ঞানই অনুমান। যথা—যে স্থানে অগ্নি আছে, তথায় ধূম্রেরও অবস্থিতি রহিয়াছে। এই জ্ঞান হইতে পর্বতের উপরি ধূম্র দেখিয়া তথায় অগ্নি আছে বলা ; ইহাই অনুমান-প্রমাণের দৃষ্টান্ত।

৩। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়রহিত বেদপুরাণাদি বাক্য ও ঋষিবাক্যকে আপ্তবাক্য কহে। আপ্তবাক্যই আগম বা শব্দ-নামে খ্যাত। অস্থি ও বিষ্ঠা অপবিত্র হইলেও ঋষিবাক্যানুসারে শঙ্খ ও গোময় পবিত্র। শব্দ-প্রমাণের নামান্তর আগম, বেদ, শ্রুতি বা আম্নায়-প্রমাণ।

৪। ঋষি-শব্দের বিশেষণ আর্ষ। সুতরাং আর্ষ প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত, ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত ঋষিবাক্যই আর্ষ প্রমাণ।

৫। সাদৃশ্যরূপ যথার্থ জ্ঞানের করণকে উপমান কহে। এই বস্তুটী গবয়; যেহেতু গরুর সহিত সাদৃশ্য আছে।

৬। উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের কল্পনার নাম অর্থাপত্তি। যথা, কোন ব্যক্তিকে দিবসে ভোজন করিতে দেখা যায় না, অথচ তিনি সুস্থকায়; ইহার দ্বারা কল্পিত হয় যে তিনি রাত্রিতে ভোজন করেন।

৭। বস্তুর অভাব দর্শনই অভাব-প্রমাণের উৎপত্তি। যেমন, এই গৃহে ঘট নাই।

৮। একজাতীয় বহুর মধ্যে অল্প আছে—এই প্রকার জ্ঞানের নাম সম্ভব। যেমন দশ টাকার মধ্যে এক টাকা আছে।

৯। যে ঘটনাটির আদি বক্তা জানা নাই, অথচ পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহার নাম ঐতিহ্য।

১০। হস্ত-পদাদির অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সঞ্জাত জ্ঞানের নাম চেষ্টা বলা হয়।

এই প্রমাণাবলীর মধ্যে চিদ্‌বিলাসরহস্যবিৎ বৈদান্তিকগণ মুখ্যতঃ আম্নায় (শব্দ বা বেদ) প্রমাণকেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান আম্নায়ের সহিত সঙ্গতিযুক্ত হইলে গৃহীত হইয়াছে, নতুবা নহে। লোকায়তিক অর্থাৎ চার্বাকাদি নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ ওবৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনকারগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি, ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চতুর্বিধ, পূর্বমীমাংসক প্রভাকর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি—এই পঞ্চবিধ, পূর্বমীমাংসক কুমারিলভট্ট ও শাঙ্কর দার্শনিকগণ এই পাঁচটি ব্যতীত অভাব নামক একটি প্রমাণ (মোট ছয়টি), পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব ও ঐতিহ্য—এই অষ্টবিধ এবং তান্ত্রিকগণ উপরিউক্ত দশবিধ প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ব্যতীত অপর প্রমাণগুলি এই তিনটির কোন না কোনটির অন্তর্গত। আর্য ও ঐতিহ্য শব্দপ্রমাণান্তর্গত, উপমান ও অর্থাপত্তি অনুমানান্তর্গত এবং অভাব ও সম্ভব প্রত্যক্ষান্তর্গত। চিদ্‌বিলাস রহস্যবিৎ বৈদান্তিকগণ ব্যতীত অপর শব্দ-প্রমাণাবলম্বী দার্শনিকগণ কর্তৃক বেদের অভিধাবৃত্তি গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারা শব্দ-প্রমাণের মর্যাদা সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় তাঁহাদের কার্য বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদই প্রকাশ পাইয়াছে।

চিন্ত্য—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের গ্রাহ্য জড়-বস্তুর দর্শন ও অচিন্ত্য—প্রাকৃতেন্দ্রিয়াতীত অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন-ভেদে দর্শন দ্বিবিধ। দশমূলতত্ত্বের 'প্রমাণ' অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে বলিয়া একমাত্র বেদ বা অপ্রাকৃত শব্দ ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষাদি বেদের সাহচর্যরূপে মাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষাদির প্রমাণসকল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সকল 'ভ্রম', 'প্রমাদ', 'করণাপাটব', ও 'বিপ্রলিপ্সা'—দোষচতুষ্টয়দুষ্ট। 'মরীচিকায় জলজ্ঞান'

ইত্যাদিতে দেখা যায় যে, বস্তুনির্ণয়ে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি রহিয়াছে। দার্শনিক পরিভাষায় ইহাই ভ্রম নামে অভিহিত। বদ্ধজীবের সীমাবিশিষ্ট প্রাকৃত-বুদ্ধি অসীমতত্ত্ব-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া যে ভ্রান্তির আবাহন করে, তাহা প্রমাদ। কর্মেন্দ্রিয় সকলের অপটুতা-নিবন্ধন যে ভুল হয়, তাহার নাম—করণাপাটব। বঞ্চনেচ্ছা ও সন্দেহের নাম বিপ্রলিপ্সা। এই দোষ চতুষ্টয়যুক্ত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়নিচয়জাত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যখন প্রাকৃত বিষয়েই বহুস্থানে ভুল করিয়া বসে, তখন অপ্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে ইহাদের স্বতন্ত্রস্থান কি প্রকারে থাকিতে পারে?

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর—এই সকল উপনিষৎ ; গোপালতাপনী, নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসন-সহায়ক তাপনী ; ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—বেদচতুষ্টয় ; ভগবদ্বাক্য শ্রীগীতোপনিষৎ, শ্রীগৌর ভগবানের প্রদত্ত দশমূল-তত্ত্ব ; বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, গূঢ় বেদার্থ-বিস্তার নারদপঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রসমূহের বাক্য-সকল—সৎসম্প্রদায়সমূহের আচার্যগণের ধারায় আগত বলিয়া 'আম্নায়' প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। বহু প্রামাণিক গ্রন্থে অতিবুদ্ধিমান্ জনগণ তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধিজাত তত্ত্ববিরোধভাবযুক্ত শ্লোকাবলী প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন ; পরবর্তী আচার্যগণ হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বালোকে অনায়াসে তাহা ধরিয়া ফেলেন এবং জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শক্তিরাহিত্যহেতু 'যুক্তি' অচিন্ত্য চিদ্-বিষয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। শ্রুতিসকলও এই কথা বলিতেছেন। সাধারণ জ্ঞানেও দেখা যায়, আজ একব্যক্তি যুক্তিদ্বারা যাহা স্থাপন করিলেন, কাল তাহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তি যুক্তিদ্বারা তাহা নিরাস করিলেন। সুতরাং এহেন যুক্তির উপর কি প্রকারে নির্ভর করা যায়? যুক্তির পরিবর্তে ভগবদ্ভজনে 'রুচি'র উদয় হইলে তদ্দ্বারাই পরতত্ত্ব জানা

যায়। সাধননিষ্ঠব্যক্তি ভগবৎ-কৃপাক্রমে এই রুচির অধিকারী হন।

ব্রহ্মা, রুদ্র, সনক ও শ্রী—এই সম্প্রদায় চতুষ্টয় সৎসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় চতুষ্টয় হইতে মন্ত্র গৃহীত না হইলে কোনও ফলোদয় হয় না। অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি জীব-শিক্ষাকল্পে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের গুরুপরম্পরা যথাক্রমে—"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মা-দেবর্ষি-ব্যাস-মধ্ব-পদ্মনাভ-নৃহরি-মাধব-অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-জ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধি-বিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম-পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থ-লক্ষ্মীপতি-মাধবেন্দ্রপুরী-ঈশ্বরপুরী-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-রূপ-জীব-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-পাদাঃ।" মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ এবং তাঁহার সেবানিরত সকলেই আমাদের গুরুবর্গ। মহাপ্রভু **ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের**—(১) মায়াবাদ-নিরসন ও (২) কৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য জানিয়া তাঁহার সেবন, **শ্রীসম্প্রদায়ের** (১) অনন্যভক্তি ও (২) ভক্তসেবা, **রুদ্র-সম্প্রদায়ের** (১) তদীয় (বিষ্ণুসম্বন্ধীয়) সর্বস্বভাব ও (২) রাগমার্গ এবং **সনক-সম্প্রদায়ের** (১) একান্ত রাধিকাশ্রয় ও (২) গোপীভাবের আদর করিয়াছেন এবং **ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের** শুদ্ধদ্বৈতবাদ, **রুদ্র-সম্প্রদায়ের** শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, **সনক-সম্প্রদায়ের** দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও **শ্রীসম্প্রদায়ের** বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা পূরণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। সর্ব অবতারগণের অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপায় আম্নায়-প্রমাণ পূর্ণ বিকশিত হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তরূপ ফল প্রদান করিয়াছেন।

তৃতীয় রত্ন

শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব

প্রমাণ দ্বারা যাহা সিদ্ধান্তিত হয় তাহাই প্রমেয়। প্রমেয় তত্ত্বমালা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনভেদে ত্রিবিধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে "প্রমাণশিরোমণি আম্নায়" শীর্ষক বিষয়ে নয়টি প্রমেয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম সাতটি সম্বন্ধ-তত্ত্বের অন্তর্গত, অষ্টমটী অভিধেয় তত্ত্ব এবং নবম প্রমেয় প্রয়োজন-তত্ত্ব।

ব্রহ্মা—শিব—সূর্য—গণেশ ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের এবং নিখিল জীবাত্মার নিত্যসেব্য অদ্বয়জ্ঞান শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্বের সহিত সেবকসূত্রে আমরা নিত্যকাল নিত্যজগতে সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই দেবীধামে মায়ার বন্ধনে তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া ত্রিবিধ তাপের আবাহন করিতেছি। আমাদের নিত্য প্রভু শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ, তাঁহার সেবক আমরাও সচ্চিদানন্দ। তিনি বিভু সচ্চিদানন্দ, আমরা অণু সচ্চিদানন্দ। তিনি মায়াধীশ, আমরা অণুচৈতন্য জীববৃন্দ মায়াবশযোগ্য। তিনি ঈশ, আমরা ঈশিতব্য ; তিনি প্রভু, আমরা সেবক, দাস বা ভক্ত। আমাদের নিত্যকালের প্রভু শ্রীহরির প্রতি জীববৃন্দের যে কৃত্য তাহাই 'অভিধেয়' সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিই এই অভিধেয়। অভিধেয় দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহার নাম প্রয়োজন-তত্ত্ব। কৃষ্ণপ্রেমা, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ—"কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ'ই আমাদের প্রয়োজন। ভোগী সম্প্রদায়, প্রচ্ছন্ন ভোগী বা ত্যাগী সম্প্রদায় হয়ত' বলিবেন তাহাতে আমাদের কি লাভ হইল? তদুত্তরে ভক্ত বলেন, "আমাদের

প্রভুর আনন্দ বিধানই আমাদের লাভ, ইহা ব্যতীত অপর কোন লাভ আমাদের কাম্য নহে।" তবে ভক্ত নিজানন্দ না চাহিলেও, সেবায় বাধাকারী আনন্দের প্রতি ধিক্কার দিলেও, ভগবৎ সেবায় এমন এক অখণ্ড অনির্বচনীয় পরমোপাদেয় আনন্দসিন্ধু আছে, যাহার তুলনায় জড়ানন্দের কথা কি, জ্ঞানিগণের ব্রহ্মানন্দও খাতোদক ব্যতীত আর কিছুই বিবেচিত হয় না।

অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের ত্রিবিধা প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। চিদ্‌বৃত্তিতে মাত্র তাঁহার যে দর্শন তাহা ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত। এই ব্রহ্ম শ্রীহরিপরমতত্ত্বের অঙ্গকান্তি। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জ্ঞানিগণের গতি। অগ্নির প্রকাশ-গুণ যে প্রকার স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহে, অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণ-বিশেষ মাত্র সেই প্রকার নির্বিকার, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নহেন—বিভু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীহরির আশ্রিত তত্ত্ব। পরমতত্ত্ব শ্রীহরি সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান—এই অচিন্ত্য গুণষট্‌ক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত। শ্রীহরির চিন্ময় বিগ্রহের শ্রী বা সৌন্দর্যই অঙ্গী এবং অপরু গুণ সকল তাহার অঙ্গ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ এই গুণত্রয় অঙ্গী, 'শ্রী' অঙ্গ, আবার যশঃ হইতেই বিস্তৃত জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়-মান। সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নহে। নির্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য; তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

সৎ ও চিদ্ বৃত্তিতে অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের যে প্রতীতি তাহাই যোগিগণের সেব্য পরমাত্মা। এই পরমাত্মা শ্রীহরির অংশ। শ্রীহরির পূর্বোক্ত ঐশ্বর্য ও বীর্য গুণদ্বয়ের ব্যাপ্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি করিয়া শ্রীহরি এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান এক অংশ হইলেও জড় ধারণার অংশ নহেন। সর্বত্র পূর্ণ। বৃহদারণ্যক (৫/১) বলেন যে পূর্ণ অবতারী ও পূর্ণ অবতার উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব-শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার-লীলা বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, লীলাপূর্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণ স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ-

পূর্বক পূর্ণ অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন। কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না। পূর্ণ স্বরূপ, জগৎ প্রবিষ্ট, জগৎপাতো বিষ্ণুই পরমাত্মা। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদিকশায়ী ও ক্ষিরোদকশায়ীরূপে পরমাত্মা রূপত্রয়ধৃক্। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধাম চিজ্জগৎ ও মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণত্রয়ের তাণ্ডবক্ষেত্র মায়িক জগতের মধ্যবর্তী চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র বা বিরজা।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব বা মূল সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু বিরজায় স্থিত হইয়া দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ-পূর্বক মায়ার দ্বারা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণ-শক্তিই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণপরমাণুসমূহই বদ্ধ জীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র ক্ষীরোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য বিষ্ণুর অবস্থিতি। তিনি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিয়া জীবের কর্মফল প্রদান করেন এবং জীব, স্বীয় কর্মফল ভোগ করেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মরূপে অভিহিত হন।

সৎ, চিৎ, আনন্দ বৃত্তিত্রয়ের আশ্রয়ে শ্রীভগবানের দর্শন হয়। শ্রীভগবান্ ঔদার্যলীলাময় বিগ্রহরূপে শ্রীনারায়ণ ও মাধুর্যলীলাময় বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণে পূর্বোক্ত সমগ্র ঐশ্বর্যাদি ভগষট্ক পূর্ণতম মাত্রায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মাধুর্যের মধুর কিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে কোন ভেদ নাই কিন্তু লীলা-বৈচিত্র্যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ংরস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। শ্রীনারায়ণের লীলায় শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্য—এই আড়াই রসের স্থান দেখা যায়। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই মুখ্য পাঁচটি রসই পূর্ণতমভাবে অবস্থিত। শ্রীনারায়ণে ৬০ গুণ এবং শ্রীকৃষ্ণে ৬৪ গুণ বিদ্যমান।

মায়িক ধারণার আবদ্ধ জনগণ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া এবং তাঁহাতে যে পরস্পর বিরুদ্ধগুণসমূহের

অবস্থিতি সম্ভবপর তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মনে করেন শ্রীভগবানের শরীর স্বীকার করিলে তাঁহাকে একস্থানে আবদ্ধ দেখিতে হয়, তাহাতে বহু অভাবও পরিদৃষ্ট হয় এবং স্বেচ্ছাময়তার অভাব ঘটে। মায়িক ধারণা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের ধামে উপস্থিত হইতে পারিলে এই ভ্রান্তি অনায়াসে অপনোদিত হইবে। ভগবদ্‌বিগ্রহ মায়িক নহেন। মায়িক ধারণায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন ভগবান্ সম্বন্ধে যে নিরাকার—নির্বিশেষ—নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি ভাবের কল্পনা হয় তাহা মায়িক গুণের বিপরীত এক প্রকার গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ নাস্তি নাস্তি বিচারে পরমতত্ত্বের পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা-বিলাসে প্রবেশের অধিকার হয় না। জড় ধারণার গঠিত মূর্তিও ভগবান্ নহেন, আবার ঐ মূর্তি ভগ্ন করিয়া যে নিরাকার ধারণার আবাহন করা হয় তাহাও সচ্চিদানন্দ পরমতত্ত্ব নহেন। যুগপৎ সাকার ও নিরাকার এই দুই প্রকার বিরুদ্ধগুণের আশ্রয় মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পরম চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণ জড়াকার নহেন— এই অর্থে তিনি নিরাকার আবার অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সাকার। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকার হইয়াও শ্রীকৃষ্ণশক্তি বলে যুগপৎ সর্বত্র সর্বকালে সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। তিনি মধ্যমাকার হইয়াও অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। এই উপাদেয় মাহাত্ম্য সর্বব্যাপী-ব্রহ্মভাবে সম্ভবপর নহে। জড়ধর্ম দিগ্‌দেশকালগত। কিন্তু কাল হইতে যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত তাহাকে দিক দেশ ও কালের অন্তর্বর্তী সর্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান করিলে, তাহার মাহাত্ম্য কি পরিমাণে খর্ব করা হইবে, তাহা একবার চিন্তার বিষয় হওয়া কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণের ধাম ব্রজভূমি পূর্ণরূপে চিৎ তত্ত্ব। তাহাতে সর্ব চিদ্‌গত বিচিত্রতা বর্তমান। চিদ্‌গত প্রকরণ, চিদ্‌গত স্থান, চিদ্‌গত মৃজ্জলাদি, চিদ্‌গত নদ, নদী, সরোবর, বৃক্ষ, পর্বতাদি, চিদ্‌গত আকাশ, চিদ্‌গত সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রাদি, চিদ্‌গত অনিল প্রভৃতি ব্রজধামে অবস্থিত হইয়া নন্দনন্দনের আনন্দবর্ধন করিতেছে। দৃষ্টি হইতে মায়িক জাল অপসারিত

না হওয়া পর্যন্ত সেই অপ্রাকৃত বিচিত্রতা দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

লীলাময়, স্বেচ্ছাময়, সর্বশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব শ্রীহরি লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত নিত্যকাল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহদ্বয়-রূপে বিরাজমান, আবার ঔদার্যলীলায় দুই এক হইয়া শ্রীগৌরহরিরূপে আশ্রয় শিরোমণিয় ভাব মহিমা প্রকাশ করেন।

পরমতত্ত্ব শ্রীহরি স্বয়ংবিগ্রহ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ এই তিনরূপে লীলাদি করিয়া থাকেন। স্বয়ং বিগ্রহের দ্বিবিধ স্ফূর্তি স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। আবার প্রাভব ও বৈভব ভেদে স্বয়ংরূপের দ্বিবিধ প্রকাশ। শ্রীরাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়বিগ্রহ অপরিবর্তিতাবস্থায় বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশের নাম প্রাভবপ্রকাশ। মহিষী-বিবাহে বহু মূর্তিতে প্রকাশের নাম প্রাভব-বিলাস। শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব প্রকাশ সৌভার্যাদি ঋষিগণের যোগবলে বহুমূর্তিতে প্রকাশের ন্যায় নহে। কারণ, যোগবলের কায়ব্যূহ দেখিলে শ্রীনারদ বিস্মিত হইতেন না। একই স্বরূপ যদি ভিন্নাকারে প্রকাশিত হন, অথবা ভিন্নভাব হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম বৈভব-প্রকাশ। শ্রীবলরাম ও দ্বিভুজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, শ্রীবলদেব শ্বেতবর্ণ। স্বয়ংরূপ দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের গোপবেশ ও গোপাভিমান, পক্ষান্তরে বৈভবপ্রকাশ দ্বিভুজ বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। চতুর্ভুজ বাসুদেব প্রাভব বিলাস। বাসুদেব অপেক্ষা নন্দ-নন্দনে সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও বৈদগ্ধবিলাস—এই চারিটি অধিক চমৎকারিতা বিদ্যমান। স্বয়ংরূপ নন্দ-নন্দনের রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ কৃষ্ণরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে বাসুদেবও মুগ্ধ।

যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত একরূপে প্রকাশ পায় কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার নাম তদেকাত্মরূপ। তদেকাত্মরূপ স্বাংশ ও বিলাসভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশ—কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী এবং মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি।

বিলাস দ্বিবিধ—প্রাভব ও বৈভব। প্রাভব বিলাস মথুরা ও দ্বারকাপুরীর আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈভব বিলাস ২৪ বিষ্ণুবিগ্রহ—(ক) বৈকুণ্ঠের আবরণ চর্তুব্যূহগত বাসুদেবাদি চারি মূর্তি, (খ) এই ৪ মূর্তির প্রত্যেকের তিন তিন করিয়া দ্বাদশ প্রকাশ-মূর্তি দ্বাদশ মাস ও দ্বাদশ তিলকের আদর্শ দেবতা, (গ) ঐ ৪ মূর্তির দুই দুই করিয়া ৮ জন বিলাসমূর্তি। কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর দ্বাদশ মাস ও দ্বাদশ তিলকের অধিদেবতা। এই দ্বাদশ বিষ্ণুবিগ্রহের মধ্যে কেশব, নারায়ণ ও মাধব—বাসুদেবের মূর্তি; গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন—সঙ্কর্ষণের মূর্তি; ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর—প্রদ্যুম্নের মূর্তি এবং হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর—অনিরুদ্ধের মূর্তি। অগ্রহায়ণের দেবতা কেশব, পৌষের দেবতা নারায়ণ প্রভৃতি ক্রমে দ্বাদশ মাসের কেশবাদি দ্বাদশ দেবতা। বিলাস ৮ মূর্তি যথা—বাসুদেবের অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম; সঙ্কর্ষণের উপেন্দ্র ও অচ্যুত; প্রদ্যুম্নের নৃসিংহ ও জনার্দন; অনিরুদ্ধের হরি ও কৃষ্ণ।

অস্ত্রাদিধারণ-ভেদে উক্ত ২৪ মূর্তির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত, যথা—(দক্ষিণ দিকের নিম্ন হস্ত, দক্ষিণ দিকের ঊর্ধ হস্ত, বামদিকের ঊর্ধ হস্ত, বামদিকের নিম্ন হস্তে ধারণক্রমে), (১) গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধর—বাসুদেব, (২) গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধর—সঙ্কর্ষণ, (৩) চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধর—প্রদ্যুম্ন, (৪) চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মধর—অনিরুদ্ধ, (৫) পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর—কেশব, (৬) শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধর—নারায়ণ, (৭) গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মধর—মাধব, (৮) চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর—গোবিন্দ, (৯) গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রধর—বিষ্ণু (১০) চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধর—মধুসূদন, (১১) পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খধর—ত্রিবিক্রম, (১২) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর—বামন, (১৩) পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধর—শ্রীধর, (১৪) গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খধর—হৃষীকেশ, (১৫) শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাধর—পদ্মনাভ, (১৬) পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধর—দামোদর, (১৭) চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-

গদাধর—পুরুষোত্তম, (১৮) গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খধর—অচ্যুত, (১৯) চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর—নৃসিংহ, (২০) পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধর—জনার্দন, (২১) শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধর—শ্রীহরি, (২২) শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রধর—কৃষ্ণ, (২৩) পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রধর—অধোক্ষজ, (২৪) শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মধর—উপেন্দ্র।

স্বাংশ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে এবং সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশক-রূপে দ্বিবিধ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও চালক পুরুষাবতার ত্রিবিধ। স্বাংশতত্ত্ব-বিচারে ইহাও লক্ষিতব্য যে, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার-ভেদে পরমতত্ত্ব শ্রীহরির ষড়্‌বিধ অবতার। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষাবতার। মৎস, কূর্ম, বরাহ-আদি লীলাবতার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—গুণাবতার। মন্বন্তরাবতার—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার, ব্রহ্মার একমাসে ৪২০ মন্বন্তর অবতার এবং এক বৎসরে ৫০৪০ অবতার এবং ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার। যুগাবতার —সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীহরি যুগধর্ম পালন করিয়া থাকেন। যুগধর্ম সত্যাদি চারিযুগে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন। শক্ত্যাবেশাবতার দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার। যথা—সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম, শেষ, অনন্ত ইত্যাদি এবং যে স্থানে শক্তির আভাস মাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায় তাহার নাম গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যে সকল জীবে জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলাদ্বারা শ্রীজনার্দন প্রবিষ্ট হন, সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়।

চতুর্থ রত্ন

শ্রীহরি—সর্বশক্তিসম্পন্ন

শ্রীহরি অবিচিন্ত্য অনন্ত শক্তির আধার। স্বীয় অচিন্ত্যপর শক্তি হইতে অভিন্ন হইয়াও তিনি স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাময়। পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই এই বিষয়টি অচিন্ত্য বা অবিচিন্ত্য বলিয়া কথিত হয়। শ্রীহরি চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিরূপা ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয়ব্যাপারে প্রেরণ করিয়াও স্বয়ং নির্বিকার পরমতত্ত্ব এবং পূর্ণরূপে নিত্যবিরাজমান।

মায়াবাদিগণ উক্ত অবিচিন্ত্যত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বলেন, পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাবস্থায় লুপ্তশক্তি এবং ঈশ্বরাবস্থায় ব্যক্তশক্তি। বস্তুতঃ পরমতত্ত্ব কখনও লুপ্তশক্তি নহেন। সবিশেষ আবির্ভাবে তিনি ভগবান্ এবং নির্বিশেষ আবির্ভাবে তিনি ব্রহ্ম। নির্বিশেষ গুণটীও সেই পরাশক্তিরই প্রকাশক, সুতরাং নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতিতে (শ্বেঃ ৬/৮) যে "ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, পরমতত্ত্ব শ্রীহরির প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য নাই। কারণ তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত নহে, প্রাকৃতত্ব তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতি ঐ প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার সম বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি অসমোর্ধ; তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তি পরাশক্তি নামে খ্যাতা। এক হইয়াও এই শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা। যথা (শ্বেতাশ্বতরে)

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।"

সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম মায়াবাদীর কল্পনাজাত ভাণমাত্র। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অবশ্যই মায়াবাদীর চিন্তাস্রোতের অতীত তত্ত্ব। পরমতত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্বদা স্বপ্রকাশ।

পরমতত্ত্ব শ্রীহরি সর্বদা সর্বশক্তিমান্। সেই অবস্থাতেই তিনি স্বরূপে নিত্য অবস্থিত এবং পরমপুরুষও শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বেচ্ছাময়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি-পরিচালিত হইয়া যিনি কার্য করেন, তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাময়তা কিরূপে সম্ভবপর? এই সংশয়ের সমাধানের জন্য বেদান্ত-বাক্য ধীরচিত্তে আলোচনা করিতে হইবে। বেদান্ত বলেন,—শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অভিন্ন। কার্যসকল শক্তির কার্য এবং কার্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড় জগৎ মায়া-শক্তির কার্য, জীব-জগৎ জীব-শক্তির কার্য এবং চিজ্জগৎ চিচ্ছক্তির কার্য। কার্য করিবার ইচ্ছা শক্তিমানে রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্বাতন্ত্র্যে সন্দেহ করিবার কি আছে?

পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে স্ব-স্ব-কার্যে প্রেরণ করিয়াও পরমতত্ত্ব শ্রীহরি স্বয়ং কার্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

এই স্থলে নির্বিকার বলিতে মায়িক-বিকার শূন্যতাই লক্ষিত। মায়িক বিকার নিত্য নহে, অতএব পরমতত্ত্বে সে বিকার নাই। পরমতত্ত্বে যে ইচ্ছা ও বিলাস-রূপ বিকার আছে, উক্ত নির্বিকার শব্দে তদ্রাহিত্য উদ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যে প্রাকৃত অসূয়াদি দোষের স্থান নাই, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানের অন্তর্গত। মায়িক বিকার চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের হেয় বিকৃত প্রতিফলন। এই কথা বুঝিতে না পারিয়া মায়িক বুদ্ধির কবলীভূত জনগণ চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যে যে হেয় মায়িক বিকার জ্ঞান করেন, তাহা নিরাস করিবার জন্যই বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ নির্বিকার অর্থাৎ তাঁহার কোন মায়িক বিকার নাই।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ এবং শ্রীমতী রাধিকা পূর্ণশক্তি বা পূর্ণ-স্বরূপশক্তি। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অপৃথক্, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেরূপ অবিচ্ছিন্ন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত পৃথক্ হইয়াও সর্বদা অপৃথক্। এই স্বরূপশক্তি হইতেই চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—ক্রিয়াশক্তিত্রয়ের প্রকাশ। চিচ্ছক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তির নামান্তর ক্ষেত্রজ্ঞা বা তটস্থা শক্তি এবং মায়া শক্তির নামান্তর বহিরঙ্গা শক্তি; স্বরূপশক্তি এক হইয়াও উক্ত ত্রিবিধরূপে কার্য করিয়া থাকে। স্বরূপশক্তিতে যে সকল লক্ষণ আছে, তাহা পূর্ণরূপে চিচ্ছক্তিতে এবং অণুপরিমাণে জীবশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-নামে স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ স্বভাব, প্রভাব ও বৃত্তি। স্বরূপশক্তির এই হ্লাদিনী শ্রীরাধিকারূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী হইয়া তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যূহ-স্বরূপে আট প্রকার সেবাভাবকে অষ্টসখীরূপে প্রকাশ করেন। সখীগণ সেবানুসারে, প্রিয়সখী, নর্মসখী, প্রাণসখী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সখী—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহারা চিজ্জগদ্-রূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী। স্বরূপশক্তির সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্তরঙ্গসম্বন্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা রসিতস্বভাব। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জল-বৃক্ষ-লতাদি-বিশিষ্ট গ্রাম, বন, নির্ঝর ও গিরিগোবর্ধনাদি বিলাসপীঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমতী রাধিকার এবং তাঁহাদের সখা ও সখীগণের এবং বিভিন্ন রসের সেবকগণের চিন্ময় কলেবর ও বিলাস-উপকরণাদি সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ রসসাগরে নিমগ্ন।

শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর বিরুদ্ধগুণসমূহের সমাবেশ। তিনি যুগপৎ স্বরূপ ও অরূপ, বিভু ও মূর্তিমান, নির্লেপ ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্বারাধ্য ও গোপ, সর্বজ্ঞ ও নরভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ও চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্, অত্যন্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ, নির্বিকার ও গোপীগণের মানে ভীত।

পঞ্চম রত্ন

শ্রীহরি—রসসমুদ্র

চিৎ-তত্ত্বে শ্রীহরির লীলা-বিকাশরূপ চন্দ্রোদয়ই অপ্রাকৃত রস। ইহা একটী অমূল্যতত্ত্ব। জড়ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারিতাশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি শুদ্ধতত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই এই রস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই পাঁচটী মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস— এই সাতটি গৌণ রস। এই দ্বাদশ রসেরই বিষয় পরমতত্ত্ব শ্রীহরি; তিনি রসময়বিগ্রহ—রসসমুদ্র।

ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির ফলে 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়'— এই দৃঢ়বিশ্বাস-স্বরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়। তৎফলে কৃষ্ণসেবা লাভের জন্য সাধুসঙ্গ এবং সাধুর নিকটে ভজনক্রিয়া লাভ হয়। ভজনক্রিয়ার যে পরিমাণে উন্নতি হয়, সেই পরিমাণে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নিবৃত্তানর্থ ভক্ত ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ ভজনে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি লাভ করেন, এই পর্যন্ত সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তির পরে ভাবভক্তি। এই ক্রিয়াবতী ভাবভক্তিই কৃষ্ণরতি। ভাবভক্তি গাঢ় হইয়া প্রেমভক্তিনাম ধারণ করে। ভাবভক্তি হইতেই রসে প্রবেশের অধিকার হয়। তৎপূর্বে অপ্রাকৃত রস উপলব্ধির বিষয় হয় না।

'স্থায়িভাব' রতির সহিত 'সামগ্রী'র সংযোগে রসের উদয়। সামগ্রী ৪ প্রকার—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রতির আস্বাদন-হেতুই 'বিভাব'-নামে অভিহিত। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। রতির বিষয় যিনি, তিনিই

বিষয়; রতির আধার যিনি, তিনিই আশ্রয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি রতির বিষয় আর যাঁহার রতি আছে, তিনি রতির আশ্রয়, এবং কৃষ্ণের প্রতি সেই রতি ক্রিয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয়। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষ্ণ আশ্রয়, ভক্ত বিষয়।

অপ্রাকৃত রসিকশেখর পরমনায়ক শ্রীকৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্ (৬) কিশোরবয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকালসুপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান, (২৮) সম (রাগদ্বেষবিহীন সৌম্যচরিত), (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগতপালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্বশুভকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধু-দিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঐশ্বর্যযুক্ত, (৫১) সর্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (৫২) সর্বজ্ঞ, (৫৩) নিত্য নূতন, (৫৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত-স্বরূপ, (৫৫) অখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত, (৫৬) অবিচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত, (৫৭) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, (৫৮) সকল অবতার-বীজ, (৫৯) হতশত্রু-সুগতিদায়ক, (৬০) আত্মারামগণের আকর্ষক, (৬১) সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (৬২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম-দ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলযুক্ত, (৬৩) ত্রি-জগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীতগানকারী, (৬৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে,—এবম্বিধ সৌন্দর্যশালী এই গুণসমূহের মধ্যে প্রথম ৫০টি জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে, প্রথম ৫৫টি গিরিশাদি দেববৃন্দে আংশিকরূপে, প্রথম ৬০টি

শ্রীনারায়ণে পূর্ণরূপে এবং ৬৪টি শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। লীলামাধুর্য, প্রেমমাধুর্য, বেণুমাধুর্য ও রূপমাধুর্য এই গুণচতুষ্টয় এক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও বিলাসবিগ্রহে নাই অর্থাৎ পরব্যোমপতি নারায়ণেও এই গুণ চতুষ্টয়ের অভাব। বস্তুতঃ অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে নন্দনন্দনে বিরাজিত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকালীলায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম। এই কৃষ্ণ লীলা-ভেদে 'ধীরোদাত্ত', 'ধীরললিত', 'ধীরশান্ত' ও 'ধীরোদ্ধত'—এই চতুর্বিধ নায়ক। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অপ্রকাশিত গর্ব—এই সকল বিশ্লেষণ দ্বারা 'ধীরোদাত্ত' নায়ক বিশেষিত। ধীরললিত নায়ক—রসিক, নবযৌবনসম্পন্ন, পরিহাসপটু ও নিশ্চিন্ত। ধীরশান্ত নায়ক শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণসম্পন্ন। ধীরোদ্ধত নায়ক—মাৎসর্যযুক্ত, অহিতকারী, মায়াবী, ক্রোধপরায়ণ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী। অচিন্ত্য-শক্তিমত্তাহেতু স্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরস্পর বিরোধী গুণসমূহের যুগপৎ সামঞ্জস্য বিদ্যমান্। সুতরাং নায়ক বিচারে পরস্পর বিরুদ্ধগুণের উল্লেখ থাকায় আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। এই সকল গুণ ব্যতীত শোভা, বিলাস, মাধুর্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য, তেজ, লালিত্য ও ঔদার্য—এই আটটি পুরুষসত্তাভেদকগুণও শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত।

যাঁহাদের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহারাই রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত। 'সত্যবাক্ত্ব' হইতে 'লজ্জাশীলতা' পর্যন্ত কৃষ্ণের যে ২৯টি গুণের কথা কৃষ্ণের ৬৪টী গুণবর্ণন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত অপ্রাকৃত রসিক ভক্তেও বর্তমান।

অধিকারভেদে কৃষ্ণভক্তগণ তিনপ্রকার—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে তাদৃশী প্রীতি করেন না, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী; প্রাকৃত বুদ্ধির কবল হইতে মুক্তি পান নাই বলিয়া তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত' সংজ্ঞায় অভিহিত। তিনি যে পর্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্ত না হন, সে পর্যন্ত রসোপযোগী সাধক ভক্ত হইতে পারেন না। যিনি পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, তদধীন ভক্তের প্রতি মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ নির্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী; এই অধিকারের অনর্থ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি না হইলেও কৃষ্ণ-বিষয়ে মতি উৎপন্ন হওয়ায় মধ্যমাধিকারী রসালোচনায় সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। যিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সকল ভূতকে দেখিতে পান—"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্তি। সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি।" এই লক্ষণে যিনি লক্ষিত, তিনি উত্তমাধিকারী। উক্ত উত্তমাধিকারী সিদ্ধভক্ত; অখিল ক্লেশ আর তাঁহাতে স্থান পায় না। তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, তিনি প্রেমসৌখ্যাস্বাধনপরায়ণ, অতএব সিদ্ধ। সিদ্ধভক্তগণ দুই প্রকার—সম্প্রাপ্তসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যাঁহাদের গুণ নিত্য ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধগণের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা আপন অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমযুক্ত। ইঁহারা ভগবদ্ ইচ্ছায় শ্রীভগবানের সহিত প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং ভগবানের সহিত পুনরায় ভগবানের নিত্যধামে গমন করেন।

বিভাবান্তর্গত বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের কথা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল, এখন উদ্দীপনের কথা উল্লিখিত হইতেছে। যাহারা ভাবকে উদ্দীপ্ত করায় তাহারাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের গুণচেষ্টাসকল, প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি কাল—এই সকলই উদ্দীপন। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে বয়স একটি প্রধান গুণ; কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়স। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং তৎপরে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর; তৎপরে যৌবন। কৈশোর বয়সকে পুনরায় আদি মধ্য এ অন্তভেদে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কায়িকগুণের মধ্যে সৌন্দর্য প্রধান। বসন, সজ্জা ও মণ্ডনাদি 'প্রসাধন' সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশী—বেণু, মুরলী ও বংশীকা ভেদে ত্রিবিধ। বেণু দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত

স্থূল ও ছয় ছিদ্রযুক্ত; চারুনাদিনী মুরলী—দ্বিহস্তদীর্ঘ, মুখ-মধ্যে রন্ধ্রযুক্ত এবং চারিটি স্বরের ছিদ্রযুক্ত ; বংশীতে (বংশিকায়) অর্ধাঙ্গুলি অন্তরে আট ছিদ্র এবং সার্ধাঙ্গুল ব্যবধানে মুখরন্ধ্র, ইহার শিরোভাগ চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি; বংশী সমুদয়ে নয়টি রন্ধ্রযুক্ত এবং দৈর্ঘ্যে সপ্তদশাঙ্গুলি। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম 'পাঞ্চজন্য'। যদ্দ্বারা কৃষ্ণ-রতির অববোধক চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভূতি হয়, সেই সকল উদ্ভাস্বর নামা লক্ষণ 'অনুভাব' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গান, ক্রোশন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা ও হিক্কা—এই ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব। এই সকল বাহ্যবিকার চিত্তেরই ভাবপ্রকাশক। এই ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব ব্যতীত শারীরিক উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গম ও অস্থি-সন্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ, প্রভৃতি আরও কয়েকপ্রকার অনুভাব আছে; তাহা অতি বিরল। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অন্যত্র অদৃশ্য কূর্মাকার প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য অনুভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধানক্রমে আক্রান্ত হইলে 'সত্ত্ব'-সংজ্ঞায় অভিহিত, এই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিক ভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্বর-ভেদ, রোমাঞ্চ, বেপথু বা কম্প, অশ্রু, প্রলয় বা মূর্চ্ছা—এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব। সকল শুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ ভজনপরায়ণ একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তে শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবসকলের উদয় হয়। এতদ্ব্যতীত শঙ্কর প্রভৃতি মুমুক্ষুদের 'রত্যাভাস' স্বভাবতঃ শিথিল হৃদয়ে উদিত 'সত্ত্বাভাস', নিসর্গতঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণ হইতে অথবা কৃত্রিম চেষ্টা হইতে উদিত পুলকাশ্রুরূপ 'নিঃসত্ত্ব', কৃষ্ণের প্রতিকূল চেষ্টা হইতে ক্রোধভয়াদি দ্বারা উদিত প্রতীপ ভাবাভাস কখনও শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব নহে।

নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, (উদ্বেগ), উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ—এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী বা

সঞ্চারীভাব। স্থায়ী ভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখী হইয়া ইহারা বিচরণ করে বলিয়া ইহারা ব্যভিচারী নামে অভিহিত। আবার, বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা সঞ্চারী ভাব নামে অভিহিত। বস্তুতঃ ইহারা স্থায়ীভাবরূপে অমৃতসিন্ধুর ঊর্মিমালা।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে এই কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভক্তের হৃদয়স্থ কৃষ্ণরতিই স্থায়ী ভাব, তাহা পূর্বোক্ত বিবিধ ভাবের উপর কর্তৃত্ব করিয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাব সকলকে নিজের বশে আনয়নপূর্বক নৃপতিরূপে অবস্থান করে। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষিতব্য যে, জড় আলঙ্কারিকগণ যে রতির উল্লেখ করেন, তাহা কেবল বদ্ধজীবের জড় শরীর ও লিঙ্গস্বরূপগত মন ও চিত্তকে আশ্রয় করিয়া আস্বাদিত হয় ; পক্ষান্তরে জীবের শুদ্ধ স্বরূপে যে আত্মগত মনোবৃত্তি আছে তাহাতেই ভাগবত রস উদিত হইয়া থাকে। এই ভাগবত রসই শুদ্ধজীবের সর্বস্বধন। আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জড় বিষয়রতি লৌকিকী, পক্ষান্তরে কৃষ্ণরতি অলৌকিকী। লৌকিকী রতি সংযোগে জড় সুখময়ী, বিয়োগে ভীষন দুঃখপ্রদা। পক্ষান্তরে অলৌকিকী কৃষ্ণরতি ভগবদ্ভক্তে যুক্ত হইয়া রস বিশেষের উদয় করতঃ অচিন্ত্য পরমোপাদেয় সম্ভোগ সুখের উদয় করায়, বিয়োগে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে অদ্ভুত আনন্দ-বিবর্ত ধারণ করে, এই বিবর্ত অদ্ভুতানন্দ পরম সুখবিশেষ ; তদ্ব্যতীত ইহা সম্ভোগের পুষ্টিসাধক। জড় রস অনিত্য ও খণ্ড ; পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত চিন্ময় রস নিত্য, অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। লৌকিক রস বিয়োগে লুপ্ত হয়। অলৌকিক রস সংসার বিয়োগে অধিক শোভা পায়। হ্লাদিনী-মহাশক্তির বিলাস-রূপ এই রস পরমানন্দ তদাত্ম্যযুক্ত এবং অচিন্ত্য বলিয়া তর্কাতীত।

এখন শান্তরতির কথা কিছু বিবৃত হইতেছে। প্রাকৃত আলঙ্কারিকগণের মতে শান্ত ধর্মে রতির স্থান নাই। কিন্তু পরমব্রহ্ম-রতিতে তাহা লক্ষিত হয়। শান্ত-রতিই শান্ত-রসে স্থায়ীভাব। বিভুতা ও ঐশ্বর্যাদি গুণান্বিত চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ শান্তরতির বিষয়ালম্বন। সনক-সনন্দাদি শান্তপুরুষগণ এবং ভগবদ্‌বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ মুক্তিবাসনা হইতে অনির্মুক্ত তাপসগণ শান্তরতির

আশ্রয়ালম্বন। উপনিষৎ শ্রবণ, নির্জন স্থানে বাস, অন্তর্বৃত্তি বিশেষের স্ফূর্তি, তত্ত্ববিবেচনা, বিশ্বরূপ দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের সঙ্গ—এই সকল এই রসের উদ্দীপন। নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল—তদপেক্ষা শান্তরতির আনন্দ বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রজেও শান্তরসের স্থান কিছু আছে। তথায় শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ; গো, বেত্র, বেণু, বিষাণ, যামুনসৈকত প্রভৃতি আশ্রয়। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, ভগবদ্ বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরাহিত্য ইত্যাদি শান্তরতির অনুভাব। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি-উপদেশ, শ্রীহরির প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়াও অনুভাব। সাত্ত্বিক বিকারের মধ্যে মূর্চ্ছা ব্যতীত অপরগুলি কিয়ৎপরিমাণে শান্তরসে দৃষ্ট হয়। নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব শান্তরসে পরিলক্ষিত হয়। শান্তরসে ভগবন্নিষ্ঠা বুদ্ধির প্রকাশ।

দাস্য রসের অপর নাম প্রীতিভক্তিরস। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ—ব্রজে দ্বিভুজ ; অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ কোথাও চতুর্ভুজ। ব্রজে মুরলীধর, ময়ূরপুচ্ছাদি শোভিত গোপবেশ ; অন্যত্র দ্বিভুজ হইলেও মণিমণ্ডিত ঐশ্বর্যবেশ। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি অধিকৃত দাস, কালিয়, জরাসন্ধ, বদ্ধ নৃপতিবৃন্দ, শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ, চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, পুণ্ডরীক প্রভৃতি আশ্রিত দাস, উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপানন্দ, ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ দাস। দ্বারকাপুরস্থ সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতম্বাদি এবং ব্রজের রক্তক, পত্রক, চিত্রক, পত্রী, কধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিশাল, প্রেমকন্ধ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল রসদ, শারদ প্রভৃতি অনুগত দাস। দাস্যরসে এই চারিপ্রকার আশ্রয়ালম্বন।

মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন, গুণশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নবীন মেঘ, অঙ্গসৌরভ প্রভৃতি এই রসের উদ্দীপন বিভাব। নির্দিষ্ট স্বকার্যের যথাযথভাবে সম্পাদন, আজ্ঞা প্রতিপালন, ঈর্ষাভাব, কৃষ্ণের প্রণতজনের প্রতি মৈত্রী ইত্যাদি এই রসে অসাধারণ অনুভাব। নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর সকল, কৃষ্ণের সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি আদর, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ প্রভৃতি দাস্যরসের

অনুভাব। এই রসে স্তম্ভাদি সকল সাত্ত্বিক ভাবেরই প্রকাশ পায়। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া, নিদ্রা—এই কয়টী ব্যতীত অপরাপর সঞ্চারীভাব এই রসে পরিলক্ষিত। দাস্যরসে রতি মমতাযুক্তভাবে প্রীতি হইয়া স্থায়ী ভাব হয় অর্থাৎ সম্ভ্রম ও প্রভুতা জ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদরের সহিত যে প্রীতি একতা লাভ করে, সেই প্রীতিই এই রসে স্থায়ী ভাব, এই সম্ভ্রম প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগাবস্থা পর্যন্ত লক্ষ্য করে।

সখ্যরসে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন, পুরসম্বন্ধ ও ব্রজসম্বন্ধ-ভেদে কৃষ্ণসখাগণ দ্বিবিধ। অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র প্রভৃতি পুর-সম্বন্ধী সখা এবং শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদিব্রজসম্বন্ধী সখা। এই দুই প্রকার কৃষ্ণসখার মধ্যে ব্রজ-সম্বন্ধী সখারই শ্রেষ্ঠতা। তাঁহারা সর্বদাই কৃষ্ণদর্শন-লালস এবং কৃষ্ণৈক জীবন।

ব্রজের কৃষ্ণসখাগণ—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয় নর্মসখাভেদে চতুর্বিধ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা বয়সে কিছু বড় এবং যাঁহাদের সখ্য বাৎসল্য-গন্ধযুক্ত, তাঁহারা সুহৃৎ নামে অভিহিত। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয়, বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ ; ইঁহারা অস্ত্রধারণ করিয়া দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কনিষ্ঠ এবং যাঁহাদের সখ্যে দাস্যগন্ধ বিদ্যমান, তাঁহারা সখা। দেবপ্রস্থ, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, বরুথপ, মকরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম—ইঁহারা সখা। তুল্য বয়স এবং কেবল সখ্য ভাবাশ্রিতগণ প্রিয়সখা সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক, জলাতঙ্ক ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা। সুহৃৎ, সখা ও প্রিয় সখাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সুরত-লীলায় সহায়ক সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব ও উজ্জ্বলাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা। কৃষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম ও লীলা-চেষ্টা—সখ্যরসের উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, কুন্দক-ক্রীড়া, দ্যুতক্রীড়া স্কন্ধারোহণ, কৃষ্ণতোষণ, নৃত্য-গানাদি এই রসের

অনুভাব। এই রসের সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাব দাস্যরসের ন্যায় এবং তদপেক্ষা কিছু অধিক। প্রায় সমান পরস্পর দুইজনের যে সম্ভ্রম-শূন্য বিশ্রম্ভাত্মক রতি, তাহাই সখ্য এবং ইহাই রসের স্থায়ী ভাব। প্রেম, স্নেহ ও রাগকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সখ্যরতি প্রণয় পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাৎসল্য রসে সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, লজ্জাবান্, বিনয়ী, মান্যমানকারী ও দাতা কৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন। ব্রজরাজ নন্দ, ব্রজরাজ্ঞী যশোদা, রোহিণী, প্রমুখ মান্যা গোপীগণ, দেবকী, কুন্তী, বসুদেব প্রভৃতি এই রসের আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব, চাপল্য, জল্পনা-হাস্য, লীলা ইত্যাদি উদ্দীপন ; মস্তক ঘ্রাণ গ্রহণ, হস্তদ্বারা অঙ্গ সম্মার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞা দান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ প্রভৃতি এই রসের অনুভাব। স্তম্ভাদি আট প্রকার ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই রসের সাত্ত্বিক বিকার। সখ্যরসের যাবতীয় সঞ্চারী ভাব অধিকন্তু অপস্মার—এই রসে বিদ্যমান। অনুকম্পাকারীর অনুকম্পায় পাত্রের প্রতি যে সম্ভ্রমশূন্যা রতি, তাহাই এই রসের স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাব প্রেম, স্নেহ ও রাগ অবস্থা পর্যন্ত লাভ করে।

মধুর রস মুখ্য ভক্তিরস বলিয়া অভিহিত। অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্যশালী নাগর—লীলা রসিকতায় পরমাশ্রয় কৃষ্ণ এই রসের বিষয়ালম্বন। ব্রজ গোপীগণ আশ্রয়ালম্বন। সকল কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা। মুরলীধ্বনি প্রভৃতি এই রসের উদ্দীপন। নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি এই রসের অনুভাব, সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এই রসে সুদ্দীপ্ত। আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্যান্য সকল সঞ্চারী ভাবই এই রসে বিদ্যমান। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে মধুর রতি দুই প্রকার। অধিকার বিচার করিয়া এই রস-সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণিত হইল না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই রস-পঞ্চকের মধ্যে যিনি যে রসের অধিকারী, তাঁহার নিকটে সেই রসই সর্বোত্তম বিবেচিত হইলেও তটস্থ হইয়া বিচার করিলে রসসমূহের মধ্যে তারতম্যতা পরিদৃষ্ট। ইহজগতে যে প্রকার ব্যোমে বা আকাশে শব্দ গুণ, মারুতে বা বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ

গুণদ্বয়, তেজঃ বা অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণত্রয়, অপ বা জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণচতুষ্টয় এবং ক্ষিতি বা মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই গুণ-পঞ্চক বিদ্যমান, সেই প্রকার শান্তরসে ভগবন্নিষ্ঠা, দাস্যে ভগবন্নিষ্ঠা ও কৃষ্ণে মমতা, সখ্যে দাস্যের গুণদ্বয়সহ বিশ্রম্ভভাবের প্রকাশ, বাৎসল্যে সখ্যের গুণত্রয়সহ স্নেহ বিদ্যমান এবং মধুররসে বাৎসল্যের গুণচতুষ্টয়সহ সঙ্কোচশূন্য ভাবের অবস্থিতি।

জড় জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত হেয় প্রতিফলন ; চিজ্জগতে যে রস সর্বোৎকৃষ্ট, মায়িক জগতে তাহা সর্বনিম্নে অবস্থিত। চিজ্জগতে শান্তধর্মগত শান্তরস সর্বনিম্নে অবস্থিত। তদুপরি দাস্য, দাস্যোপরি সখ্য, সখ্যোপরি বাৎসল্য এবং সর্বোপরি মধুর রস ; কিন্তু জড়জগতে মধুর রস বিপর্যস্ত ও সর্বনিম্নে অবস্থিত। তদুপরি বাৎসল্য, তদুপরি সখ্য, তদুপরি দাস্য এবং সর্বোপরি শান্তরস। কূপের নিকট দাঁড়াইলে জলে প্রতিবিম্বিত মূর্তিতে যে-প্রকার পদ সর্বোপরি এবং মস্তক সর্বনিম্নে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়িক জগৎ গোলোকের হেয় প্রতিফলন।

প্রাকৃত বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত রস বোধগম্য হয় না, শুদ্ধ-সত্তায়ই অপ্রাকৃত রসের বিকাশ। যে সত্তা অনাদি, অনন্ত, নিত্যনূতন-রূপে বর্তমান, ভূত-ভবিষ্যৎরূপ হেয় খণ্ডকালদ্বয়ের অতীত এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব, এই শুদ্ধ সত্ত্বের সম্পত্তি অপ্রাকৃত রস-সমুদ্রই শ্রীহরি—"রসো বৈ সঃ" (ছান্দোগ্য)।

ষষ্ঠ রত্ন

জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ

জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ এবং মায়া-শক্তি হইতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তদুভয়ের মধ্যবর্তী জীবশক্তি হইতে অনন্ত জীবগণের প্রাকট্য। সূর্য হইতে কিরণমালা বাহির হইয়া থাকে, চিৎসূর্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণকণ স্থানীয় অনন্ত জীব। শ্রীহরির সহিত জীববৃন্দের নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—বিচারে অভেদ দৃষ্ট হয়। চিৎসত্তায় উভয়েই অভেদ। ভগবান্‌ও সচ্চিদানন্দ, জীবও সচ্চিদানন্দ। নিত্য ভেদ এই যে, শ্রীহরি মায়ার অধীশ্বর, মায়াদ্বারা কখনও কবলিত হন না, পক্ষান্তরে জীবনিচয় অণুধর্মবশতঃ মায়া-প্রকৃতির বশযোগ্য। যাঁহারা জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—রেখার কেবল দৈর্ঘ আছে, কিছুমাত্র প্রস্থ নাই। জল ও স্থলে সম্মিলন-রেখাকে তটরেখা বলে। চিজ্জগৎকে জলের সহিত এবং মায়িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী জড়-ধারণার অতীত যে তটরেখা বিদ্যমান, সেই সন্ধিস্থলেই জীবশক্তির অবস্থিতি। এইজন্যই জীবশক্তি তটস্থা শক্তি বলিয়া অভিহিতা। তটস্থ-অবস্থায় জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন, অপরদিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। এই অবস্থায় জীব কৃষ্ণোন্মুখী হইলে চিজ্জগতে গমন করেন, আর যদি মায়ার দিকে ঢলিয়া পড়েন, তবে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া মায়িক রাজ্যে চতুর্দশ ভুবনাত্মক মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে চলিয়া আসেন। শ্রীভগবান্ অপার-করুণায় তাঁহাকে 'স্বতন্ত্রতা'

প্রদান করিয়াছেন। স্বতন্ত্রতা ব্যতীত সেবা-চমৎকারিতা—সেবা-সৌষ্ঠব বিকাশ হয় না। নব-নব-চমৎকারিতা-পূর্ণ—সেবানন্দ প্রদানের জন্যই শ্রীভগবান্ ঐ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াছেন। তাহার অসদ্ব্যবহারে জীব ত্রিতাপের ভূমিকায় পতিত হয়। যাহারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দতনু ও চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্য-দর্শনে অসমর্থ, সেই সকল দুর্ভাগ্য মায়াবাদিগণ 'শ্রীভগবত্তনু'-শব্দ শ্রবণ করিলেই তাহাতে বহির্মুখিনী মায়ার কার্য আরোপ করেন। এই মায়াবাদিগণের বিভিন্ন শাখা জীব-সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করিতেছেন ঃ—

(১) কেহ কেহ বলিতেছেন, আকাশ যেরূপ মহাকাশ হইয়াও আবৃত্ত হইলে ঘটাকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে। (২) কেহ কেহ বলিতেছেন—সূর্য যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন। (৩) অপর এক শাখার মতে জীব বস্তুতঃ কিছুই নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রম বস্তুতঃই ব্রহ্মে জীব বুদ্ধি হইয়াছে। (৪) আর একশাখা বলিতেছেন—জীব স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, স্বপ্ন শেষ হইলে তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ।

প্রথম শাখার-সম্বন্ধে বক্তব্য, ব্রহ্মবস্তুকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকে বেষ্টন করিবে কি প্রকারে? এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মকে যাঁহারা লুপ্তশক্তি বলেন, তাঁহারা মায়াশক্তি কোথায় পাইলেন? মায়াশক্তিই যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল? অপরিমেয় ব্রহ্মকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় খণ্ডখণ্ড করা যায়? ব্রহ্মের পরাশক্তি স্বীকার করিলে, তুচ্ছ মায়া শক্তি কর্তৃক তাহা কখনই পরাজিত হইতে পারেন না। সুতরাং মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্ম হইতে জীবসৃষ্ট কি প্রকারে সম্ভবপর? দ্বিতীয় শাখার উক্তির সরল সহজ খণ্ডন এই যে, অসীম ব্রহ্মবস্তু কখনও প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। আবার ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট করাও বেদবিরুদ্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর মন্তব্যসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই বেদবাক্যে জানা যায়, ব্রহ্ম ব্যতীত আর

কিছুই নাই, তাহা হইলে ভ্রম কাহার সহিত হইবে? কাহারই বা ভ্রম? ব্রহ্মের ভ্রম? ব্রহ্মের ভ্রম বলিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকিল কোথায়? ভ্রমের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাঘাত হয় না কি? চতুর্থ শাখাকে জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থা যে স্বপ্ন ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? শ্রীমন্মধ্বাচার্য সুযুক্তিদ্বারা উক্ত অদ্বৈব মতবাদসকল অতি সুন্দরভাবে নিরাস করিয়াছেন।

চিচ্ছক্তি—শ্রীহরির পূর্ণশক্তি; তাহা হইতে সমস্ত পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি। জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি অপুর্ণা শক্তি। এই অপূর্ণশক্তি হইতে অণুচৈতন্য স্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ ও পরব্যোমপতি নারায়ণ-স্বরূপ প্রকাশ করেন, জীব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রজের স্বীয় বিলাস মূর্তিরূপ বলদেব-স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর এই স্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রজে কৃষ্ণ-স্বরূপে পূর্ণ চিদ্ ব্যাপার প্রকট করেন, বলদেব-স্বরূপে শেষ তত্ত্ব হইয়া শেষিস্বরূপ কৃষ্ণের সেবা-সম্পাদনের জন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদ জীবনিচয়ের প্রকট করেন। আবার পরব্যোমে শেষরূপে সঙ্কর্ষণ হইয়া শেষিরূপ নারায়ণের অষ্ট প্রকার সেবা নির্বাহের জন্য নিত্য পার্ষদরূপে অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করেন। সঙ্কর্ষণের প্রকাশ-বিগ্রহ কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্মস্বরূপে অণুচিৎ জীবাত্মসকলকে প্রকট করেন। বলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যসিদ্ধ জীববৃন্দ ও কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু প্রকটিত জীববৃন্দ এক নহেন। নিত্যসিদ্ধগণ কখনও মায়াপ্রবণ নহেন, পক্ষান্তরে অণুচিৎ জীবগণ মায়াপ্রবণ। চিচ্ছক্তিগতা হ্লাদিনীর আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত মহাবিষ্ণু-প্রকটিত অণুচিৎ জীবগণের মায়াকর্তৃক অভিভূত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ সমস্ত জীব মায়ার ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া থাকে। তবে তাহারা সাধনদ্বারা এবং ভগবানের বা ভাগবতগণের

কৃপাক্রমে সিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধগণের সমান সেবানন্দ লাভ করিবার যোগ্য। জীবশক্তি হইতেই জীবগণের প্রাকট্য, চিচ্ছক্তি হইতে নহে। কিন্তু চিজ্জগৎ ও জীব উভয়েই নিত্য—ভূতভবিষ্যদাত্মক জড় কালের অতীত।

ঈশ্বর ও জীব উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। কিন্তু পূর্ণশক্তি-ক্রমে ঈশ্বর এই সকল গুণের পরাকাষ্ঠা, পক্ষান্তরে অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবে সেই সেই গুণ অণুমাত্রেই বর্তমান। পূর্ণতা ও অণুতাপ্রযুক্ত স্বরূপ ও স্বভাবভেদ থাকিলেও সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি ; শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী। শক্তির প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী। জীবে ঈশ্বরের গুণ অণুপরিমাণে থাকিলেও জীব শক্তির অধীন। জীব ও কৃষ্ণ চিদ্ধর্ম-বিষয়ে নিত্য অভেদ ; কিন্তু স্বরূপে নিত্য ভেদ বর্তমান। নিত্য অভেদ সত্ত্বেও ভেদপ্রতীতি নিত্য।

সপ্তম রত্ন

মায়া কবলিত জীববৃন্দ

গোলোকের বলদেব-প্রকটিত এবং পরব্যোমের মহাসঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যসিদ্ধ জীববৃন্দ কখনও মায়া-কবলিত হন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ,—সর্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য-সুখান্বেষী এবং উপাস্য-সেবায় রসিক। জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্বদা বলবান্, তাঁহারা চিন্মণ্ডলের মধ্যবর্তী এবং মায়া তাঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভাগে বলিয়া, মায়াশক্তি-নামে যে বহির্মুখিনী শক্তি আছে তাহাও তাঁহারা জানেন না। দুঃখ, শোক, মৃত্যুভয়, জড় সুখ বা নিজ সুখবাঞ্ছা তাঁহাদের আদৌ নাই, তাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং প্রেমই তাঁহাদের জীবন।

কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অনন্ত অণুচৈতন্য জীবগণ মায়ার পার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়িক বিচিত্রতা দেখিতে পায়। এই অবস্থায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারদ্বারা সংসার-ভোগবুদ্ধিতে প্রণোদিত হইলে কর্মবাসনা জন্মে এবং তাহারা মায়াদ্বারা অভিভূত হন। ভূত ভবিষ্যদাত্মক জড়কালের অতীত ঐ তটভূমিতে কর্মবাসনার উদয় বলিয়া কর্ম অনাদি-বিশেষণে বিশেষিত, অর্থাৎ জড়কালের আদিতে উহার সন্ধান পাওয়া যায় না। জড়কালের আদির অতীত রাজ্যে অণুচৈতন্য ঐ সকল জীবের বহির্মুখতা উদিত হয় বলিয়া তাহারা অনাদি-বহির্মুখ, কিন্তু যাঁহারা মায়িক-বিচিত্রতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারক্রমে ভগবৎসেবার জন্য ব্যাকুল হন, মায়া আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা চিদ্‌রাজ্যে গমন করেন।

অনাদি-বহির্মুখ জীববৃন্দ মায়িক রাজ্যে আসিয়া মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে অভিভূত হয়, সংসাররূপ কারার রক্ষয়িত্রী মায়াদেবী ভগবৎসেবা-বিমুখ এই সকল কয়েদীকে দুইটী পোষাক প্রদান করেন—একটি স্থূলদেহ ; পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা এবং দশ ইন্দ্রিয়,—এই বিংশ-তত্ত্ব তাহাতে বিরাজিত। অপরটী সূক্ষ্মতত্ত্ব ; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই তত্ত্বচতুষ্টয় তাহাতে বিদ্যমান। জীবচৈতন্য পঞ্চবিংশতিতমতত্ত্ব এবং পরমাত্মা ঈশ্বর ষড়বিংশতিতমতত্ত্ব। 'হরিচন্দনবিন্দু শরীরের একস্থানে দিলে যে প্রকার দেহের সর্বস্থানে সুখব্যাপ্তি হয়, সেই প্রকার জড়ীয় দেশ, কাল ও গুণের অতীত অণুচৈতন্য জীব বদ্ধ হইয়া সমস্ত দেহব্যাপি সত্ত্বাবিশিষ্ট।

সংসার-কারার উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ পোষাকদ্বয়ে আবৃত করিয়া মায়াদেবী মায়াবদ্ধ জীবগণকে ত্রিগুণে আবদ্ধ করতঃ আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে উত্তপ্ত করেন। বদ্ধজীবগণের সংশোধনের জন্যই মায়াদেবীর এই চেষ্টা। রোগ-শোকাদি আধ্যাত্মিক ও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাতাদি আধিদৈবিক তাপ এবং অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ হইতে যে তাপ উদিত হয়, তাহা আধিভৌতিক তাপ। বদ্ধ জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের কোনওটী আত্মধর্মের ভূমিকা নহে বলিয়া জীবাত্মা পরমানন্দ-প্রাপ্তির পরিবর্তে তদ্‌বিপরীত অবস্থাই লাভ করে। উক্ত প্রকারের ভ্রমণের সময় যদি সুকৃতিফলে প্রকৃত সাধুর দর্শন পাওয়া যায় এবং তাহার উপদেশামৃত বরণ করা হয়, তাহা হইলে এই দুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় হয়। কৃপাময় কৃষ্ণ আমাদিগকে ঐ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই ইহ জগতে স্বয়ং আগমন করেন অথবা তাঁহার অবতার কিংবা পার্ষদগণকে প্রেরণ করেন। সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণই বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শুধু অকর্ম, বিকর্ম ও কুকর্মের স্থানই যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, তাহা নহে। পুণ্য কর্মের এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের ভূমিকাও এই

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্যলোকবাসিগণও মায়ার কবলে অবস্থিত। লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ যে কোন ধাতুতে নির্মিত হউক না কেন শৃঙ্খল সর্বত্রই শৃঙ্খল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তির পরমানন্দ কোথায়?

তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ—ইহাদের যে কোনওটির দ্বারা আবদ্ধ অবস্থা বদ্ধদশারই জ্ঞাপক। ত্রিগুণের ভূমিকার পরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট বিরজার অবস্থিতি। তৎপরে ব্রহ্মলোক, এই লোক শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তিতে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় ধাম। ব্রহ্মসাযুজ্যাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানিগণ এবং শ্রীহরির হস্তে নিহত অসুরগণ এই স্থানে চরমগতি লাভ করেন। ব্রহ্ম লোকের পরে পরব্যোম ও তদুপরি গোলোক। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যপর সেবকগণ পরব্যোম এবং মাধুর্যপর সেবকগণ গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। সামাজিক জীবনের সুশৃঙ্খলা-সংরক্ষণের জন্য চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইলেও পরাগতি লাভ হয় না। পরা, শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিতেই পরাগতি, পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

মায়াকবলিত জীবপ্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, মায়ার 'অবিদ্যা' ও 'প্রধান' নামক দুইটি বৃত্তি আছে। 'অবিদ্যা'—জীবনিষ্ঠ এবং 'প্রধান'—জড়নিষ্ঠ। অবিদ্যা হইতে জীবের কর্মবাসনা এবং প্রধান হইতে জড় জগতের সৃষ্টি। মায়ার আর দুই প্রকার বিভাগ আছে—'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'। এতদুভয়ই জীবনিষ্ঠ। 'অবিদ্যা'-বৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন এবং বিদ্যা-বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্যজীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই 'বিদ্যা'-বৃত্তির কার্য আরম্ভ হয়। যে পর্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকেন, সেই পর্যন্তই অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদিও বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিদ্যার চরম বিকাশ কৃষ্ণভক্তি।

এই জগতের জীবগণকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে :— আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন, পূর্ণ বিকচিত চেতন। বৃক্ষ, লতা ও প্রস্তরাদি আচ্ছাদিত চেতন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও জলজন্তু প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতন।

অবশিষ্ট তিনটি অবস্থা মানবে দৃষ্ট হয়। নীতিশূন্য নিরীশ্বর, নৈতিক নিরীশ্বর, সেশ্বর নৈতিক, সাধনভক্ত ও ভাবভক্তভেদে মানবগণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতেপারে। ইহাদের মধ্যে নীতিশূন্য নিরীশ্বর ও নৈতিক নিরীশ্বর মানবগণমুকুলিত চেতন, সেশ্বর নৈতিক ও সাধনভক্ত—বিকচিত চেতন এবং ভাবভক্তপূর্ণবিকচিত চেতন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

অষ্টম রত্ন

মায়ামুক্ত জীবগণ

যাঁহারা কখনও মায়াবদ্ধ হন নাই এবং মায়া যাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহে, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। ঐশ্বর্যগত নিত্যমুক্ত ও মাধুর্যগত নিত্যমুক্ত-ভেদে এই নিত্যমুক্তগণ আবার দ্বিবিধ। ঐশ্বর্যগত নিত্যমুক্ত-জীবগণ পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণের পার্ষদ এবং তদ্ধামস্থ মহাসঙ্কর্ষণের কিরণকণমালা। মাধুর্যগত নিত্যমুক্তগণ গোলোক-বৃন্দাবন-চন্দ্রের পার্ষদ এবং তদ্ধামস্থ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের কিরণকণমালা।

বদ্ধমুক্ত জীবগণ ঐশ্বর্যগত মাধুর্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতিগত-ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্যপ্রিয়, তাঁহারা শ্রীনারায়ণের নিত্যপার্ষদগণের সালোক্য লাভ করিয়া সেবা করেন। সাধনকালে যাঁহারা মাধুর্যপ্রিয়, তাঁহারা নিত্য-বৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসুখ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা সাধনকালে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত, তাঁহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্ম সাযুজ্যরূপ সর্বনাশ প্রাপ্ত হন।

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও আলোচ্য যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর পৃথক তত্ত্ব নহেন, উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। তবে উভয়ের লীলাতে বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা মাধুর্য ও ঔদার্যভেদে দ্বিবিধ। মাধুর্যরসের মধ্যে মাধুর্য যে স্থানে প্রবল, সেই স্থানে কৃষ্ণস্বরূপের লীলা এবং ঔদার্য যেখানে প্রবল সেই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপের লীলা। গোলোক-বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ প্রকোষ্ঠদ্বয় বিদ্যমান। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্য-মুক্ত পার্ষদ মাধুর্যপ্রধান ঔদার্য লাভ করিয়াছেন,

তাঁহারা কৃষ্ণগণ এবং গৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্যপ্রধান মাধুর্য লাভ করিতেছেন। কোন স্থলে স্বরূপ-বৃহদ্বারা তাঁহারা উভয় পীঠে বর্তমান। আবার কোন স্থলে এক স্বরূপে একপীঠে আছেন—অন্যপীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা কেবল কৃষ্ণপীঠে সেবা প্রাপ্ত হন এবং সাধনকালে যাঁহারা গৌর ও কৃষ্ণ উভয়েরই উপাসক সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা কায়ব্যূহ অবলম্বনে উভয়পীঠে যুগপৎ বর্তমান থাকিয়া সেবা করেন।

মায়ামুক্ত জীব প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, ভক্তজীবন আরম্ভ হইবামাত্রই জীব মায়ামুক্ত বলিয়া অভিহিত হইলেও ভক্তিসাধনের পরিপক্কাবস্থার পূর্বে 'বস্তুগত মায়ামুক্তি' বা বস্তুসিদ্ধি হয় না। তৎপূর্বে কেবল 'স্বরূপগত মায়ামুক্তি' বা স্বরূপসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলেই 'বস্তুগত মায়ামুক্তি' হইয়া থাকে। সাধনভক্তির অনুশীলনকালে অনর্থ-নিবৃত্তির পরে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া ভাবভক্তির উদয় হয়। এই ভাব-ভক্তিতে দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জীব জড়দেহ পরিত্যাগের পরে লিঙ্গদেহও পরিত্যাগপূর্বক চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধনভক্তিকালে মায়িকদশার সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি ত' হয়ই না, এমন কি ভাবভক্তির প্রারম্ভেও সে দশা কিছু কিছু থাকে। এই জন্যই বদ্ধজীব-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে পূর্ণ-বিকচিত অবস্থাও বদ্ধজীব-সুলভ কথিত হইয়াছে। সুতরাং যে পর্যন্ত মায়িক শরীর থাকে, সে পর্যন্ত অতিশয় সতর্কতার সহিত ভজন করা উচিত। কারণ, মায়িক দশায় যে কোন মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা আছে। বদ্ধাবস্থায় নিজেকে নিত্যমুক্ত পরমহংস মনে করিলেই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি ঘটে না, পক্ষান্তরে দাম্ভিকতায় পতনই তাহাতে লাভ হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮/৭/১) আলোচনা করিলে জানিতে পারি, মায়ামুক্ত জীবগণ অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি-সম্বন্ধ-শূন্য, অপর ধর্ম্মরহিত নিত্য নূতন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুৎপিপাসারহিত ও অপ্রাকৃত নির্দোষ সেবাপর কামনাযুক্ত এবং তাঁহাদের বাসনামাত্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মুক্তাবস্থায় প্রবেশের দ্বার ভাবাঙ্কুরের লক্ষণ এই যে, এই অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণকার্ষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি ও তাঁহাদের বসতিস্থলে প্রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

নবম রত্ন

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক ও শ্রী—এই চারিটি সৎ বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বেদের সারভাগ উপনিষদ্ বাক্যাবলী 'বেদান্ত' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। শ্রীবেদব্যাস এই বেদান্তের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য বিষয়-বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্টয়সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি 'দ্বৈতবাদ', রুদ্রসম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', সনক সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ নিম্বার্ক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং 'শ্রী' সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ রামানুজ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল আচার্য শ্রুতিসমূহ হইতে স্বীয় স্বীয় মতপোষক বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মতচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন কোন স্থলে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভগবান, ভক্ত ও ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই মূল বিষয়ে তাঁহারা এক। ঔদার্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াও মধ্ব-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদ-নিরসন ও শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নিত্য জানিয়া তাঁহার সেবন, শ্রী-সম্প্রদায়ের অনন্যা ভক্তি ও ভক্ত-সেবা, রুদ্রসম্প্রদায়ের তদীয় (বিষ্ণুসম্বন্ধীয়) সর্বস্ব ভাব ও রাগমার্গ এবং সনকসম্প্রদায়ের একান্ত রাধিকাশ্রয় ও গোপীভাবে ভজনের আদর করিয়াছেন এবং এই সকল সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরণচারণ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ভাগবতসন্দর্ভ, বিশেষতঃ তদন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভ এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তের বিষয় পাঠকগণ সুন্দরভাবে অবগত হইতে পারিবেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। **এই সিদ্ধান্তের মূল কথা এই যে, চিৎ ও অচিৎ সমস্ত জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি**, শ্রীশঙ্করাচার্য-স্থাপিত বিবর্তবাদ সত্য নহে, তাহা শ্রুতির উদ্দেশ্যের বিরোধী ও কলিকালের মলসদৃশ। বেদে যে বিবর্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধি, শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ নহে। চিৎ ও অচিৎ সমস্ত বস্তুর সহিত অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের যে নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য বলিয়া এই সিদ্ধান্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত। বেদে ভেদ-সিদ্ধান্তপর ও অভেদ-সিদ্ধান্তপর উভয়বিধ বাক্যই রহিয়াছে। তাহার পূর্ণ সামঞ্জস্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুতেই লক্ষিত হয় না। বেদান্তের সকল অংশই বিশেষভাবে সম্মাননীয়। সকল অংশ সম্মান না করিয়া একদেশী বিচারমাত্র গ্রহণ করিতে গেলে বেদান্তের মূল উদ্দেশ্যে হইতে ভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি ফল আশা করা যায়?

বেদান্তালোচকগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে— পরিণামবাদী ও বিবর্তবাদী। পরিণামবাদ আবার দ্বিবিধ— ব্রহ্মপরিণামবাদ ও তচ্ছক্তিপরিণামবাদ। ব্রহ্মপরিণামবাদীর কথা এই যে, অচিন্ত্যনির্বিশেষ ব্রহ্ম পরিণত হইয়া একাংশে জীববৃন্দ ও অপরাংশে জড় জগৎ হইয়াছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ছান্দোগ্য শ্রুতির এই বাক্য অবলম্বন পূর্বক এই মতাবলম্বিগণ ব্রহ্ম বলিয়া একটি মাত্র বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই মত বস্তুতঃ 'অদ্বৈতবাদ', বিকারকেই এই স্থানে পরিণাম বলা হইয়াছে। শক্তিপরিণামবাদিগণের সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের বিকার কখনও সম্ভবপর নহে; ব্রহ্মের যে অবিচিন্ত্য শক্তি তাহাই পরিণত হইয়া জীব শক্ত্যংশে জীবজগৎ এবং মায়া শক্ত্যংশে জড়জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করিতে হয় না।

একটি সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটি সত্যতা উদিত হইলে তাহাতে অন্য বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি তাহাই বিকার বা পরিণাম। দুগ্ধ পরিণত বা বিকৃত হইয়া দধি হয়, ইহাতে একটি দুগ্ধরূপকত্ব আছে ; দধিরূপে তাহার অন্যথা হইলে সেই অন্যথা-বুদ্ধিকে তাহার বিকার বলা হয়। ব্রহ্ম পরিণামবাদে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিকার; কিন্তু যেস্থলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম একমাত্র বস্তু, সেখানে তাঁহার বিকারের স্থল কোথায়? ব্রহ্মকে বিকারী বলিলে বস্তু সিদ্ধি বা হয় কি প্রকারে? সুতরাং ব্রহ্ম-পরিশুদ্ধবাদ নিতান্ত অবিশুদ্ধ। শক্তিপরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না, কারণ ব্রহ্ম অবিকৃতই আছেন, তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি কোনস্থলে অণুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন স্থলে ছায়াকল্পে জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জীবজগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরাশক্তির অন্তর্গত জীবশক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জড় জগৎ হউক, অমনি পরাশক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি জড়জগৎ প্রকট করিল। ইহাতে ব্রহ্মের নিজ বিকার নাই। ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ—ব্রহ্মের শক্তি হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা পৃথক্। ব্রহ্মের ইচ্ছাই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ, তখন এই ইচ্ছাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণতিও নাই। ইচ্ছা হইবা মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন, সুতরাং শক্তিরই পরিণাম। দুগ্ধের দধিরূপে বিকার এই শক্তিপরিণামবাদের উদাহরণ নহে। প্রাকৃত চিন্তামণির অবিকৃত থাকিয়াও নানা রত্নরাশি প্রসব—ইহার কথঞ্চিৎ উদাহরণ হইতে পারে। ইচ্ছাতে সৃষ্ট্যাদি করিয়াও পরমেশ্বর অবিকৃত।

শঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদাবলম্বিগণ বলেন, ব্রহ্মের পরিণতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না, সুতরাং পরিণামবাদ গ্রহণের পরিবর্তে বিবর্তবাদই গ্রাহ্য। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেই জীব ও জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রম অপনোদিত হইলে জীব ও জগৎ বলিয়া আর কিছুই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। এই বিবর্তবাদ বস্তুতঃ মায়াবাদ, মায়াবাদিগণ দিব্য দৃষ্টির অভাবে চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও

স্বরূপশক্তি স্বীকার করেন না। মায়াবাদ-মতে "জীবই ব্রহ্ম; মায়ার ক্রিয়াতে-ব্রহ্ম জীবরূপে পৃথক্ হইয়াছে, মায়াসম্বন্ধ পর্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়াসম্বন্ধ শূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব, মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই। অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য।" সুতরাং মায়াবাদিগণের মতে শুদ্ধ জীবসত্তা স্বীকৃত হয় না। মায়াবাদীরা এই স্থানেই নিরস্ত হয় না। তাঁহারা আরও বলেন—ভগবদ্বিগ্রহ মায়িক; তিনি যখন অবতীর্ণ হন, তখন মায়ার আশ্রয়েই আগমন করেন, অবতারগণ কার্যান্তে তাঁহাদের মায়িক দেহ ইহজগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। তবে ঈশ্বরের প্রতি মায়াবাদীর এইটুকু অনুগ্রহ যে, জীব কর্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মের স্রোতে জরা, মরণ ও জন্ম প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক দেহ, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম ও মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন। আবার স্বেচ্ছাক্রমে ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য হন। ঈশ্বর কর্ম করেন বটে, কিন্তু কর্মপরতন্ত্র নহেন। বস্তুতঃপক্ষে বেদের কোথায়ও মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত স্থান পায় নাই। বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমতবাদই বৈদিক বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে মায়াবাদ রূপে সনাতন ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নিখিল বেদশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া মায়াবাদী তাঁহার মত প্রমাণের জন্য "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩/১৪/১), "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১/৫/৩) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬/৮/৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ আঃ ১/৪/১০) এই চারিটি প্রাদেশিক বাক্য গ্রহণপূর্বক বেদান্তের এক-দেশিক বিচারকেই বেদান্তের সার্বদেশিক বিচার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যে ইহাই দেখা যায় যে, এই জীব ও জড়াত্মক বিশ্ব—সমস্তই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই ব্রহ্মের পরিচয় কি? তদুত্তরে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (৬/৮) বলিতেছেন যে, সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ

যেরূপ সৌন্দর্য-পরিমিত সহকারে এক সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সৌন্দর্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্য লীলাবিশিষ্ট; এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপরতত্ত্ব; অন্য কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিক হইতে পারে না, কারণ তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তিরই নাম পরাশক্তি। এক হইয়াও এই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা, সুতরাং এস্থলে সুস্পষ্টভাবেই শক্তির বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। শক্তি ও শক্তিমান্‌কে একত্র বিচার করিলে ব্রহ্মের নানাত্ব হয় না, কিন্তু ব্রহ্মকে ও তচ্ছক্তিকে পৃথক করিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নানাত্ব সিদ্ধ না হইয়া পারে না। কঠোপনিষৎ (২/১৩) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৬/১০) বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নিত্য-বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন, তিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন। সুতরাং বেদান্তের সার্বদেশিক বিচারে মায়াবাদের স্থান কোথায়? প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম—এক বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করা হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞানকে বৃহদারণ্য-কোপনিষৎ (৪/৪/২১) প্রেমভক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ধীর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেম-ভক্তি করিবেন। সুতরাং এই বাক্যেও কেবলাদ্বৈতবাদের বা মায়াবাদের স্থল নাই। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই বাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা "শক্তি-শক্তিমতোরভেদ" উক্তির একটি উদাহরণ। তাহাতে জীবাত্মার নিত্যাবস্থিতির ধ্বংস করা হয় নাই, কারণ বৃহদারণ্যক (৩/৮/১০) বলিয়াছেন, হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র, আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। সুতরাং ব্রহ্মত্বের

নিত্যাবস্থিতির ধ্বংস করা হয় নাই। অতএব 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' বাক্যের ভাবার্থ এই যে, 'জীব ব্রহ্মের' অর্থাৎ জীবশক্তি ব্রহ্মবস্তুর। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যও বেদের অন্যান্য অংশের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হইবে যে, জীবাত্মা ব্রহ্মজাতীয় বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি। কারণ ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অবিদ্যার উপাসনা করে এবং তন্নিমিত্ত আত্মার চিন্ময়ত্ব না জানে, সে ব্যক্তি ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট, আবার যাঁহারা অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্বক জীবকে চিৎকণ না জানিয়া ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহারা অতিবিদ্যায় পড়িয়া তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন।

বেদশাস্ত্র সর্বাঙ্গসুন্দর। বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ করা যায় না। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জড় জগতের নিত্য ভেদও সত্য, নিত্য অভেদও সত্য; যুগপৎ উভয় তত্ত্বই সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয় নিষ্ঠ বেদবাক্যসকল বর্তমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার অতীত। তাহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হইবে মাত্র। "নৈর্ষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

দশম রত্ন

সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয় ও গৌড়ীয় দর্শন

মাধ্বমত-শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্ত

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্যের তত্ত্বপ্রদীপ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ— মধ্বমতে শ্রীহরিই পরমেশ্বর তত্ত্ব; জগৎ সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়জগতের মধ্যে পঞ্চপ্রকার ভেদ বর্তমান; জীবগণ হরির দাস; অণুচিৎ জীবগণের যোগ্যতার তারতম্য আছে, স্বীয় স্বরূপ-অনুরূপ অমলসুখানুভূতিই মুক্তি; ভক্তি তৎসাধন ; অক্ষ্যাদি (শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান) এই ত্রিতয় প্রমাণ; হরি আম্নায়ৈকবেদ্য অর্থাৎ শ্রৌতপারম্পর্যলব্ধজ্ঞানগম্য। বেদান্তের গৌড়ীয়ভাষ্য— "গোবিন্দভাষ্যকার" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী'-গ্রন্থে এই নয়টী বিষয় শ্রীপাদ মধ্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'তত্ত্ববিবেকে'র প্রথম শ্লোকে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বতন্ত্র এবং জীব ও জগৎ তদধীন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত; গৌড়ীয় দর্শনেও তাহাই স্বীকৃত। মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়ে (১/১১) তিনি ভগবান্‌কে নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ বলিয়াছেন। গৌড়ীয় মতেও তাহাই। মধ্বমতে যে পঞ্চভেদ, তাহা—(১) জীবে ও ঈশ্বরে, (২) জীবে ও জীবে, (৩) জড়ে ও ঈশ্বরে, (৪) জীবে ও জড়ে এবং (৫) জড়ে ও জড়ে — (মহাভারত-তাৎপর্য নির্ণয়ে, ১/৭০/৭১)।

শ্রীরামানুজের মত — বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত

শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ঈশ্বর, জীব ও জড়—তাহাদের মধ্যে অনুস্যূত ভেদবিচারে পৃথক, কিন্তু বস্তুসত্তা বিচারে তাহারা অভিন্ন। অণুচিৎ জীব ও জড় (অচিৎ) পরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে ঈশতত্ত্ব আকারের বহুত্ব স্বীকার করিতে পারেন। এই যে 'বিশেষ', তাহা একত্বের ন্যায় সত্য। অণুচিৎ জীব ও অচিৎ, ভগবৎস্বরূপের একত্বের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। ভগবৎস্বরূপের সহিত উহাদের সেই সম্বন্ধ যাহা বস্তু ও তদ্‌গুণ বা বিশেষণের সহিত বর্তমান (রামানুজকৃত বেদান্ততত্ত্বসার), অথবা আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ইহারা তাঁহার বিকাশক্ষেত্র, তিনি উহাদের আশ্রয়, নিয়ামক ও বস্তু। তিনি জীবগণের সহিত অন্তর্যামিসূত্রে একত্রস্থিত। সুতরাং পরত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধ (শ্বেতাশ্বতরভাষ্য)। জীবাত্মা ও জড় ভগবদ্বিশেষণ হইলেও উহাদেরও বস্তুত্ব সিদ্ধ, উহারাও বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট। কিন্তু তদ্দ্বারা ঈশ্বরের পরতত্ত্বত্ব ক্ষুণ্ণ নহে। তিনি বেদান্তসারে লিখিয়াছেন,—"একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বং বিশিষ্টস্যকবস্তুনো বিশেষণমংশ এব।" [বিশিষ্ট একবস্তুর বিশেষণ অংশ]। অংশ হইলেও মূলতঃ ভিন্ন। শঙ্করের বস্তু পরিণাম হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন (শ্রীভাষ্য ১/৪/২৭)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত —শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতে "স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ। স্বাবির্ভূতঃ পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতঃ সুখদুঃখভূঃ।।" (শ্রীমদ্ভাগবতের ১/৭/৬ ভাবার্থদীপিকা টীকায় শ্রীধরকর্তৃক উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্বজ্ঞসূক্ত)। শ্রীধরস্বামিপাদ আরও সূক্ত উদ্ধার করিয়াছেন (১/১/২) "বস্তুনোংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্যং জগচ্চ তৎ সর্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথগিতি।।" একমাত্র বস্তু ঈশ্বর। এই নিমিত্ত এই মতের নাম অদ্বৈত। কিন্তু শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈত নহে। ইহাতে ঈশ্বরের মায়াধীশত্ব অর্থাৎ শক্তিমত্তা স্বীকৃত। শঙ্করসম্প্রদায় মায়াকে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত করায়

শ্রীমদ্বিষ্ণু-স্বামীর ন্যায় তাঁহারা শুদ্ধাদ্বৈত-পর নহেন। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াও বিকৃত নহেন। জগৎ ব্রহ্মের কার্য, মায়ার নহে, সুতরাং ইহা সত্য, বিবর্ত নহে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তিপরিণাম স্বীকার করিয়া এই মতে যে একটু বৈজ্ঞানিক দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা সংশোধিত করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কের মত—দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত

শ্রীনিম্বার্ক ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম প্রপাঠকে, চতুঃসনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই উপর তাঁহার মতের ভিত্তি করিয়াছেন। পুরাণ পঞ্চমবেদ (৭/১/৪), ব্রহ্ম সর্বেশ্বর (৭/১৫/১), ব্রহ্মে দৃঢ়া শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়া (৭/১৯-২০/১), এই ভক্তির সমান বা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই (৭/২৩/১), ঈশ্বরের নিত্যধাম আছে (৭/২৪/২), ঈশ্বর স্বরাট্ (৭/২৪/২), তাঁহার সুখনিমিত্ত মুক্তজীবগণ তাঁহাতে সংস্পৃষ্টভাবে বর্তমান (৭/২৫/১), ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও তিরোভাব, কোনও কারণান্তরের ফলরূপে নহে (৭/২৬/১), ঈশসেবক জীবগণ নিত্য ও অপ্রাকৃত (৭/২৬/২), উহা ভগবৎকৃপার গৌরবস্বরূপ (৭/ঐ)। এই 'দশশ্লোকী' তাঁহার শিক্ষার সংক্ষেপ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, চিৎ ও অচিৎ সর্বান্তর্যামী। ইহারা তাঁহার অংশ ও ইহাদের সত্তা তাঁহাতেই নির্ভরশীল। মূলতত্ত্ব বিভুচিৎ এবং অণুচিৎ জীব ও প্রকৃতি একত্ব সাধন-ভূমিকা, যেহেতু উহারা অংশ।

গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ জীবাদি শ্রীচৈতন্য-পার্ষদবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার লুপ্তগৌরব উদ্ধারকর্তা এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর একদিন শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল বৈদান্তিক মতেই বেদের ন্যূনাধিক একদেশীয় বিচার

রহিয়াছে। শুধু কেবলাদ্বৈতবাদে কেন—দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও শ্রুতির সর্বাংশের সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয় না।

শ্রীমন্মধ্বচার্য শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৭/৫১ শ্লোকের তাৎপর্যে ব্রহ্মতর্কের নিম্নলিখিত বিচার উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা। শক্তি-শক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা। স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব নিত্যাভেদে, জনার্দনে। জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি।। চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি। হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তে ত্বভেদতঃ।। পৃথগ্‌-গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি। বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্।। ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তি বিশেষণম্। ভাবাভাব বিশেষণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ। বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু। সর্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে।। তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপ-প্রকৃতাবপি। ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ।। কার্য-কারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনেতি।" ইহাতে স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে—দ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের বহুমানন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে শ্রুতির দ্বৈতপর উক্তিসমূহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তিনি যে ভাবে ঈশ্বর হইতে জীবের তত্ত্বতঃ অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি যেরূপ পরমাত্মার অংশ, তদ্রূপ জীবশক্তিও পরমাত্মার অংশ। শ্রীল মধ্বাচার্য ব্রহ্ম ও জীবকে দুইটি পৃথক তত্ত্ব বলিয়াছেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীল নিম্বার্কও ব্রহ্মকে স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীব ও মায়াকে অস্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়াছেন। অবশ্য তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, অস্বতন্ত্রতত্ত্ব স্বতন্ত্রতত্ত্বের উপরি নির্ভরশীল। কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক আচার্য শ্রীল জীব গোস্বামী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। তৎকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ ও

সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এই বিচার উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীল রামানুজ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে কেবল-ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ। কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের কোন প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই।

দক্ষিণভারতে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান উড়ুপীতেই তাঁহার সর্বপ্রধান গাদি অবস্থিত। এই স্থানটি সহ্যাদ্রির পশ্চিমে দক্ষিণ কানাড়া জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোরের উত্তরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে প্রেমভক্তি-প্রচারকালে তথায় উপস্থিত হইয়া মধ্বানুগতত্ত্ববাদাচার্যের নিকটে সাধ্যসাধনতত্ত্বসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বর্ণাশ্রম-ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।" মহাপ্রভু উত্তর শুনিয়া বলিলেন,—"শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন ; সেই সাধন-বলে কৃষ্ণপ্রেম-সেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ,কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্বসিদ্ধি হয়, ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য। শ্রবণকীর্তন-রূপা নববিধা সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা।" মহাপ্রভু আরও বলিলেন, —"হে তত্ত্ববাদাচার্য, শুদ্ধভক্তমাত্রই 'মুক্তি' ও 'কর্ম', এই দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে 'সাধ্য' ও কর্মকে 'সাধন' বলিয়া স্থাপন করিলেন।" ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, 'সাধ্যসাধন' তত্ত্বেও তত্ত্ববাদিগণ অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কি শ্রুতির সার্বদেশিক বিচার, কি সাধ্য-সাধন-বিচার, সকল বিচারেই গৌড়ীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায়ের

আচার্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণলীলা-অভিনয় করিয়াছেন, একথা বলিলে তাঁহার ভগবত্তার এবং দানের অসমোর্দ্ধত্ব ও মৌলিকত্বের কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ কি প্রকারে মাধ্বসম্প্রদায়ের লক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিকের হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিয়াছে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কোনও 'পুরী'-উপাধিক যতির নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীল কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুবর্গের সিদ্ধান্তে অযৌক্তিকতার লেশমাত্র না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন অবচীন ঐতিহাসিকের বিচার অঙ্গীকারপূর্বক তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ, গুর্ববজ্ঞা মাত্র।

বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বিধিমার্গে শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য এই আড়াই রসে মাত্র ভগবৎসেবা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রাগমার্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই মুখ্য পঞ্চরসে পরিপূর্ণ সেবা বিদ্যমান। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্যের সময় হইতেই রাগমার্গের সেবা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা জানিতে পারি, শ্রীবল্লভাচার্য পুরীতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া রাগমার্গের উপাসনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে ভট্টোপাধিক কেশব কাশ্মিরী যে দিগ্বিজয়কালে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে শ্রীবল্লভাচার্যের 'পুষ্টিমার্গে' ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে রাগমার্গে মধুর রসে উপাসনার প্রণালী পরিদৃষ্ট হইলেও শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-রহস্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যত্র লক্ষিত হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, “শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকাশিত সাধনতত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়। অন্যাভিলাষীর ঐহিকফললাভ, কর্মীর পারলৌকিক-নশ্বর ফললাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-জন্য স্বরূপ-বিনাশ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তু ভগবৎপ্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাঁহাদের নিকটে সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্তে পরিবর্তনশীল, তাঁহাদের সাধ্যবিচার প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সাধ্য-সাধন-বিচারের কথাই পারমহংস্যসম্প্রদায়ের পূর্বগুরু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠুলিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদশাখার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্যদেশ-পরিভ্রমণকালে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাবস্থিত মূলকেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণতা সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে সকল কথা স্বীয় লীলায় গৌড়ীয়গণের সাধনসুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ মুনির ‘পারিজাত’, ‘দশশ্লোকী’ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল অভাব তদনুগ সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেই সকল অভাব কাশ্মীরদেশীয় কেশবাচার্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমতবাদবিনাশক পাণ্ড্যদেশীয় সর্বজ্ঞ আদি-বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন শ্রীধরস্বামীকে ‘ভক্ত্যেকরক্ষক’-রূপে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তৎসম্প্রদায়ের অভাব পূরণ করেন। শ্রীনৃসিংহোপাসনার অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার সৌন্দর্য প্রকটিত করাইয়া দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চিনিবাসী বাল-গোপাল ত্রিদণ্ডিস্বামী ও

তদানীন্তন শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভাবসমূহের সম্বর্ধনা করেন। এই বালগোপালের কাঞ্চীশ্বর ও দ্বারকেশ স্থাপনের কথা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল, পরে রামানুজাচার্যের অভ্যুদয়ে কাঞ্চীশ্বর রাজগোপাল বা বরদরাজ নামে অভিহিত হন। তৃতীয় আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্যবংশ-পারম্পর্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য-রচিত 'সুবোধিনী' টীকায় যে সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ-লীলাও শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে সর্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ অত্যুন্নত শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রণালী তদনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রদান করিয়াছেন, তদ্দর্শনে অনেকেই সাম্প্রদায়িক আচার্যচতুষ্টয়ের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের মতভেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র বিচারময় সম্প্রদায়-প্রবর্তক জ্ঞান করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি আচার্যমাত্র নহেন, আচার্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের অভাবসমূহের পরিপূরণকর্তা। তিনি স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু হওয়ায় কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারদৌর্বল্য তাঁহাতে দোষাশ্রয় বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকসূত্রে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-সৌষ্ঠবের অভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাপূর্ণাঙ্গসমূহ গ্রন্থকারের হস্তেই সুচারুভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। জীবন্মুক্ত গৌড়ীয় মহাভাগবতগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলোচনাক্রমে ভজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন।"

একাদশ রত্ন

প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-তত্ত্ব

সাধন — শুদ্ধা ভক্তি

বিভু সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের সহিত তাঁহার প্রতি আমাদের যে কৃত্য, তাহাই ভক্তি বা সেবা। ভক্তির ফলে লভ্য কৃষ্ণপ্রেমা। ভক্তির গাঢ়তম অবস্থাই প্রেম। সুতরাং ভক্তিই সাধন এবং ভক্তিই সাধ্য। 'সম্বন্ধ'-তত্ত্বের প্রয়োজন বা 'সাধ্য' তত্ত্বের যোগসূত্র যাহাদ্বারা সংস্থাপিত হয়, তাহাই 'অভিধেয়' তত্ত্ব নামে অভিহিত। কৃষ্ণপ্রেমা লাভের একমাত্র অভিধেয় শুদ্ধা ভক্তি।

শুদ্ধা ভক্তি কাহাকে বলে? অন্যাভিলাষিতা—অকর্ম, বিকর্ম ও কুকর্মাদির স্পৃহাশূন্য, কর্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। "যত মত, তত পথ—সকল পথের গন্তব্যস্থান একই"— এই প্রকার একটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়া সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে। গুণত্রয়ের প্রত্যেকটির অধিকারীর জন্য পৃথক্ সাধনার বিষয় শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তাঁহাতে সাধনার ফলও পৃথক্ পৃথক্। সুতরাং সকলেই গন্তব্যস্থান এক কি প্রকারে হইল? কর্মকাণ্ডের প্রাপ্য ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রাপ্য মোক্ষ কি এক? গুণত্রয়ের তাণ্ডবস্থল ব্রহ্মাণ্ড, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার স্থল বিরজা, তৎপরবর্তী ব্রহ্মালোক এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের বিলাসভূমি পরব্যোম কি এক? কর্মকাণ্ডের সজ্জনসামান্য ধর্ম বর্ণ ও আশ্রম-বিধি যথাযথ

পালিত হইলেও ইতর ব্যোমের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের গুণের বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য— ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ্বগত সপ্ত লোক, সত্ত্বগুণের বাহিরে নহে। কর্মকাণ্ডের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ লোকেই পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ডের ফল ব্রহ্মসাযুজ্য। ভক্তির ফল আরও বহু উচ্চে— পরব্যোমে বিভু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা।

অনেকে বিচার করেন, ধর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাধিকার জন্মে। জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ ব্রহ্মবাদী, কেহ বা সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়া বৈষ্ণব হন। তাঁহাদের এই বিচারানুসারে কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্য দিয়া ভক্তিতে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু এই বিচার সমীচিন নহে। কারণ ভক্তি নিরপেক্ষা। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যে তুচ্ছ ফল প্রদান করে, তাহাও ভক্তির আভাসের বলে। **'ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্মযোগজ্ঞান।'** ভক্তি কখনও কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের অপেক্ষা করে না।

শুদ্ধ ভক্তি স্বভবতঃ (১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩) মোক্ষ-লঘুতাকৃতা, (৪) সুদুর্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা ও (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ক্লেশ তিনপ্রকার— পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল পাপ। হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে পাপ করিবার প্রবৃত্তি আপনিই পলায়ন করে। পাপ করিবার বাসনা সকল পাপবীজ। ইহা ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে স্থান পায় না। জীবের স্বরূপ-ভ্রমের পথ অবিদ্যা। শুদ্ধা ভক্তিতে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূরীভূত হয়। সুতরাং ভক্তিপূত চিত্তে কোনও প্রকার ক্লেশের স্থান নাই। সর্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদ্‌গুণ এবং সর্বপ্রকার সুখ — শুভের অন্তর্গত। শুদ্ধ ভক্তে এই সকলই বিদ্যমান। কিন্তু ভক্ত সেবা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। চাহেন না বলিয়াই সেবায় পরমানন্দ আপনিই আসিয়া উদিত হয়।

অবস্থাভেদে ভক্তি ত্রিবিধা — সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সাধ্যভাবাপন্না যে প্রেমভক্তি, তাহাকে যে কাল পর্যন্ত বদ্ধ জীবগণের ইন্দ্রিয়গণদ্বারা সাধন করা যায়, সেই কাল পর্যন্ত সেই ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়। নিত্যসিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়—হৃদয়ে তাহাকে প্রকট করার নামই সাধন। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং তাহা নিত্যসিদ্ধ। জড়বদ্ধ হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় না। কায়মনোবাক্যে তাহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা, তাহাই সাধন। যে কালপর্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সেকাল পর্যন্ত তাহা সাধ্যভাবপ্রাপ্ত, প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

যে কোনও উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবার নামই সাধনভক্তি। সাধনভক্তি দুই প্রকার — বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্র-শাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহার নাম বৈধী সাধনভক্তি। বিষ্ণু সতত স্মর্তব্য, ইহাই বিধি। কখনও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে না — ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই মূল বিধি ও নিষেধের অনুগত কিঙ্কর। শাস্ত্রবিধিপরিচালিত জনগণের মধ্যে যাঁহাদের ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, তাঁহাদেরই ভক্তিতে অধিকার জন্মে। ভক্ত বৈধজীবন বা বৈরাগ্য — এতদুভয়ের কোনটাতেই আসক্ত নহেন। তিনি জীবন যাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। বহুজন্মের ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়'— এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার ফলে যাঁহারা সর্বাত্মভাবে শ্রীভগবানে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারা দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের ঋণে আর কিছুমাত্র আবদ্ধ নহেন। সুতরাং কৃষ্ণে শরণাগত ভক্তের দেবাদির ঋণ শোধের জন্য কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ভগবৎ পূজা করিয়া বৈষ্ণব-সেবনানন্তর পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ পূর্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সম্মান করাই ভক্তগণের পক্ষে কর্তব্য। ইহাই বৈষ্ণববিধানে শ্রাদ্ধ। অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে অধিকার লাভ হইলে ভক্ত কর্মশাস্ত্র ও জ্ঞান-শাস্ত্রের বিধির বাধ্য নহেন। ভক্তির অনুশীলনেই

তাঁহার সর্বসিদ্ধি হয়।

শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে ভক্ত ত্রিবিধ— প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চাবিগ্রহের পূজা শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্তে ও শ্রীহরির সম্বন্ধীয় অন্য বস্তুতে তাঁহার শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তিনি প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারী। যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি অবগত নহেন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ এবং শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ তিনি উত্তম অধিকারী।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন — এই নববিধ ভক্ত্যঙ্গ। ইহাদের এক অঙ্গ বা বহু অঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা হইতে প্রেমের তরঙ্গ উদিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণসমূহের কর্ণগোচর হইবার নাম শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপাদির জিহ্বা স্পর্শ হইবার নাম কীর্তন। কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপাদি স্মরণের নাম স্মরণ। স্মরণ পঞ্চবিধ — স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'। পূর্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'। বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তনের নাম 'ধ্যান'। অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'। ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্তির নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ — এই তিনটি ভক্তির প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গ ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। কলিতে কীর্তন ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলেও কীর্তন সংযোগেই করিতে হইবে। বৈধ আত্মনিবেদনে অম্বরীষ মহারাজের অনুসরণে মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয় হরিমন্দির মার্জনাদিতে, কর্ণদ্বয় কৃষ্ণকথা শ্রবণে, চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্র স্পর্শে, নাসা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসৌরভ ঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণে অর্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্যে এবং কাম-কামনারহিত বিষ্ণুদাস্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে (১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা-লাভ, (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুদেবের সেবা, (৪) সাধুবর্ত্মের অনুবর্তন, (৫) সদ্ধর্ম-জিজ্ঞাসা, (৬) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগাদি পরিত্যাগ, (৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস, (৮) ব্যবহার বিষয়ে যাবদর্থানুবর্তিতা, (৯) শ্রীহরিবাসর-সম্মান, (১০) ধাত্রী অশ্বত্থাদির গৌরব— এই দশটি প্রারম্ভিক। তৎপরবর্তী— (১১) কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ, (১২) শিষ্যাদির অনুবন্ধ পরিত্যাগ, (১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম ত্যাগ, (১৪) বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ পরিত্যাগ, (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (১৬) শোকাদির দ্বারা বশীভূত না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা, (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, (১৯) সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয় তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন, (২০) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা সহিতে না পারা—এই দশটি নিষেধপর। এই বিংশতি ভক্ত্যঙ্গ ভক্তিপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ। তন্মধ্যে গুরুপাদাশ্রয়াদি প্রথম তিনটি প্রধান কার্য; (২১) বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, (২২) হরিনামাক্ষর ধারণ, (২৩) নির্মাল্যাদি ধারণ, (২৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবন্নতি, (২৬) অভ্যুত্থান, (২৭) অনুব্রজ্যা, (২৮) কৃষ্ণস্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমণ, (৩০) অর্চন, (৩১) পরিচর্যা, (৩২) গান, (৩৩) সংকীর্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্য-আস্বাদন, (৩৮) পাদ্যাস্বাদন, (৩৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্তিস্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্তিঈক্ষণ, (৪২) আরাত্রিক উৎসবাদি, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) শ্রীকৃষ্ণের কৃপোন্মুখতাদর্শন, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ, (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশ্যে অখিল চেষ্টা, (৫২) সর্বভাবে শরণাপত্তি, (৫৩) তদীয় জ্ঞানে তুলসী সেবন, (৫৪) তদীয়জ্ঞানে ভাগবত শাস্ত্রাদি সম্মান, (৫৫) তদীয়জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদি সেবন, (৫৬)

তদীয়জ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা, (৫৭) যথাবৈভব সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব, (৫৮) কার্তিক মাসের সমাদর, (৫৯) শ্রীকৃষ্ণজন্মাদি যাত্রা, (৬০) শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমূর্তির পরিচর্যা, (৬১) রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন, (৬২) সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নাম-সংকীর্তন, (৬৪) মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে বাস।

উক্ত ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তির সেবন, এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠাঙ্গ। এই পঞ্চাঙ্গের অল্প সঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়া থাকে। এই পঞ্চাঙ্গের মধ্যে শ্রীনামকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীতপন মিশ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১৭/২২—২৫) লিখিয়াছেন,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার।।
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার।।
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি কর্ম নিবারণ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্তি 'এব' কার।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীধামে সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে মায়াবাদ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ ম ২৫/১৪৭),—

"নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সংকীর্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, নবাব হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের মুখে 'করোঁয়ার জল' ছিটাইয়া দিলে তিনি প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী হইয়া বারাণসীতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার কর্মজড়স্মার্তগণ তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ তামসিক নির্দেশের পরিবর্তে রায়কে উপদেশ করিয়াছিলেন—

" * * ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সংকীর্তন।।
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।।
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।

শ্রীমদ্ভাগবত (৬/২/১৪) বলেন—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।

"অর্থাৎ 'সঙ্কেত', 'পরিহাস', 'স্তোভ' ও 'হেলা'— এই চারি প্রকারে (ছায়া) নামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশক

বলিয়া জানেন।

শ্রীনাম-কীর্তনের মাহাত্ম্য সকল সাত্বতশাস্ত্রেই প্রভূতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপরাধযুক্ত অবস্থায় শ্রীনাম কীর্তন করিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে। এই নামাপরাধ দশবিধ। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের সহিত নাম কীর্তন করিলে নামাপরাধেও কর্মিগণ-প্রাপ্য ধর্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। অপরাধশূন্য সম্বন্ধজ্ঞানরহিত অবস্থায় শ্রীনাম করিলে তাহা নামাভাস-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; ইহাতে জ্ঞানিগণ-কর্তৃক বহু আয়াসে লভ্য মুক্তি অনায়াসেই হইয়া থাকে। শুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধশূন্য সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীনাম কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়।

এই প্রেমানন্দ-মহাসিন্ধুর নিকটে জ্ঞানিগণলভ্য ব্রহ্মানন্দ গো-ক্ষুর-চিহ্নিত খাত মাত্র। কৃষ্ণমন্ত্র হইতেও কৃষ্ণনামের মহিমা অধিক, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ৭/৭৩)—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।"

কৃষ্ণমন্ত্রে অর্চন হইয়া থাকে। অর্চনাপরাধ (সেবাপরাধ) কৃষ্ণনাম-গ্রহণে বিনষ্ট হয়। কিন্তু নামাপরাধ কখনও অর্চনে বিনষ্ট হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ অ ৪/৭০-৭১)—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

সাধক অপরাধশূন্য হইয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম করিবেন। নামাপরাধ দশ প্রকার যথা—(১) সাধুনিন্দা, (২) কৃষ্ণেতর দেবতায় স্বতন্ত্র ভগবজ্জ্ঞান, (৩) গুর্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন, (৫) শ্রীহরিনামে অর্থবাদ, (৬) শ্রীহরিনামে কল্পনা-জ্ঞান, (৭) নাম-বলে পাপবুদ্ধি, (৮) শ্রীহরিনামগ্রহণকে প্রমাদবশতঃ অন্য শুভকর্মের সহিত

সমান জ্ঞান, (৯) জড়াসক্তিক্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও জড় অহং-মমাদিভাবপ্রযুক্ত শ্রীনামের প্রতি অপ্রীতি।

শ্রীনাম জপ্য ও কীর্তনীয় উভয়ই। জপ অপেক্ষা কীর্তনের মাহাত্ম্য অধিক। নামে রুচি-বর্ধনের জন্য সংখ্যাপূর্বক শ্রীনাম-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্বক কীর্তনীয় ত' বটেই, সংখ্যাতীত কীর্তনীয়ও। শ্রীমন্মহাপ্রভু "কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে"—সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ মহামন্ত্র-কীর্তনের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীনাম সাধন ও সাধ্য উভয়ই। সাধু-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গ্রহণের ফলে অনর্থসমূহ দূরীভূত হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীনাম তাঁহার নামীর স্বরূপ প্রকাশ করেন অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রেমনেত্রে লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা 'রাগ' বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন তাহার সংজ্ঞা রাগাত্মিকা ভক্তি। সহজ কথায়, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাই রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসিগণের যে ভক্তি, তাহা রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসিগণের এই রাগাত্মিকা ভক্তির দর্শনে তদ্ভাবে সেবা করিবার জন্য লোভময়ী শ্রদ্ধার উদয় হইলে রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়। বৈধী শ্রদ্ধা যে প্রকার বৈধী সাধন-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, সেই প্রকার লোভময়ী শ্রদ্ধা রাগানুগা সাধন-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। রাগানুগা ভক্তি—বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে না। ব্রজবাসিগণের মধ্যে যাঁহার সেবা চেষ্টাতে সাধকের লোভ হইয়াছে, তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার (ব্রজবাসীর) পরস্পর লীলা-কথায় রত হইয়া সশরীরে বা মানসে সর্বদা ব্রজে বাস করা রাগানুগ

সাধকের কার্য। সাধক সেই রাগাত্মিকভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে বাহ্যে সাধকরূপে এবং অন্তরে সিদ্ধাভিমানে—এই দুই প্রকারে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকল রাগানুগ-ভক্তেরও কৃত্য। অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে সময়ে নিত্য সেবার আস্বাদন করিতে থাকেন, সেই সময়েই বাহ্যদেহে বৈধী ভক্তির অঙ্গসকলও রাগানুগ-ভক্তে লক্ষিত হয়। বৈধী নিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলেও যে ফল লাভ হয় না, রাগানুগা ভক্তিতে স্বল্পকালেই তাহা লব্ধ হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তি দুইপ্রকার— কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। কাম-শব্দে সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে বুঝায়। কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ সম্ভোগ-তৃষ্ণার স্বরূপে পরিণত হইয়া অহৈতুকী প্রীতির স্বভাবে নীত হয় অর্থাৎ প্রীতি সম্ভোগ কৃষ্ণতৃষ্ণাময়ী হয়—কৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়—নিজ-সুখ-চেষ্টা রহিত হয়; তবে যদি নিজ সুখ-চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহাও কৃষ্ণ-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। ব্রজদেবীগণে এই অপূর্ব প্রেম বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। নন্দ-যশোদাদির এই রাগাত্মিকা ভক্তি। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগানুগা সাধনভক্তিও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দ্বিবিধা। কামনুগা সাধন-ভক্তি দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। রাগানুগা ভক্তির অধিকারিগণ সাধনক্রমে সিদ্ধ হইয়া ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার পরিকরের আনুগত্য প্রাপ্ত হন; ইঁহারা সাধনসিদ্ধ জীব। ইঁহারা হ্লাদিনী শক্তির বলে ব্রজদেবীর সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতীর কায়ব্যূহগণ নিত্যসিদ্ধা।

রাগানুগ ভক্তগণের মধ্যে যিনি দাস্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের রক্তক, পত্রক প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ দাসগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ভাব-মার্ধুযের অনুসরণপূর্বক কৃষ্ণসেবা করিবেন; যিনি সখ্যরসে রুচি বিশিষ্ট, তিনি সুবলাদি নিত্যসিদ্ধ সখাগণের কাহারো ভাব-চেষ্টার অনুসরণে কৃষ্ণসেবা করিবেন; যিনি বাৎসল্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি নন্দ-যশোদার

ভাব-চেষ্টিত মুদ্রাবলম্বনে এবং যিনি মধুর-রসে রুচি-বিশিষ্ট, তিনি তাঁহার আরাধ্যা সখীর ভাবচেষ্টার অনুসরণে সেবা করিবেন। 'আমি—রক্তক, আমি—সুবল, আমি—নন্দ, আমি—ললিতা', —এইরূপ ভাব যেন কখনও হৃদয়ে উদিত না হয়। তাহা অহংগ্রহোপাসনা এবং ভীষণাপরাধময়। রাগানুগ ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সিদ্ধ নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাসের পরিচয় পাইয়া ভজন করিবেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

দ্বাদশ রত্ন

সাধ্য বা প্রয়োজন-তত্ত্ব—কৃষ্ণপ্রেমা

'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব কর্ম কৃত হয়'—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয়ে কৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, সেই সাধুগণের সঙ্গ করিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতঃই উদ্‌গ্রীব হয়, একনিষ্ঠ সাধুগণের কৃপাক্রমে ভজনক্রিয়া লাভ হয়। ভজন করিতে করিতে অনর্থ বিনষ্ট হয়। তৎপরে ভজনে যথাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। ভজনাসক্তি গাঢ় হইয়া ভাব বা রতি-নামে অভিহিত হয়। ভাব বা রতি গাঢ় হইয়া প্রেম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যে তত্ত্ব প্রেম সূর্যের কিরণস্থলীয়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ এবং রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, তাহাই ভাব বা রতি। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ (আর্দ্র) করা কার্যটি ভাবের তটস্থ লক্ষণ। এই ভাব যখন চিত্তকে সম্যক মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়-স্বরূপ হয়, তখন পণ্ডিতগণ-কর্তৃক তাহা 'প্রেম'-নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাঁহার হৃদয়ে ভাবাঙ্কুরের উদয় হইয়াছে, তাঁহাতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণনাম গানে সদা রুচি, শ্রীকৃষ্ণ গুণাখ্যানে আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের বসতি-স্থলের প্রতি প্রীতি—এই সকল অনুভাব দৃষ্ট হয়। 'ক্ষান্তি'—চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবার কারণ সত্ত্বেও অক্ষুব্ধ-চিত্ততা। 'অব্যর্থকালত্ব'—কেবলমাত্র কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুসমূহে কালক্ষেপ, কৃষ্ণসেবন বিনা নিমেষকালও অতিবাহিত না

করা। 'বিরক্তি'— কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহে বীতস্পৃহা এবং কৃষ্ণসেবায় বিশেষ অনুরক্তি। 'মান-শূন্যতা'—জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত বা বিদ্যা ও ঐশ্বর্যাদি-বিষয়ক অভিমান করিবার বস্তু থাকা সত্ত্বেও অমানিত্ব। 'আশাবন্ধ'—ভগবৎপ্রাপ্তির আশা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ। 'সমুৎকণ্ঠা'—নিজাভীষ্ট-লাভের জন্য চিত্তের তীব্র-লুব্ধতা। অন্যান্য গুণসমূহের অর্থ সহজেই বোধগম্য। এই সকল প্রীত্যঙ্কুর ভক্ত-হৃদয়ে সত্যসত্যই উদিত হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হইয়াছেন।

কখন কখন বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের মধ্যেও ঐসকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা জানিতে হইবে না যে, তাঁহারা কৃষ্ণরতি-লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ঐসকল চিহ্ন ভাবভক্তি নহে, উহা ভাব-বিম্ব, ভাবাভাস বা রত্যাভাস-নামে অভিহিত। ভক্তের সঙ্গ-ক্রমে সম্বন্ধতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ-ব্যক্তিতে ঐ ভাব উদিত হইলে তাহা 'ভাবছায়া' নামে অভিহিত।

ভাবের পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম। চিত্ত সম্যক্ নির্মল হইয়া সেব্য শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা সম্পন্ন হইলেই তাহাতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের চিহ্ন এই যে, তাহা কখনও বিঘ্নাদিদ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। মমতার উত্তরোত্তর গাঢ়তায় প্রেম—'স্নেহ', 'প্রণয়', 'রাগ', অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি কয়েকটি অবস্থা উত্তরোত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্ত-দ্রবী ভাব—স্নেহ। নিবিড় স্নেহ—রাগ। গাঢ় বিশ্বাস—প্রণয়।

স্থায়িভাব কৃষ্ণরতির সহিত অনুভাব, বিভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের যোগ হইলে রসের উদয় হয়। স্থায়িভাব রতি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে পঞ্চবিদ। যাহাতে ও যদ্দ্বারা রতি বিভাবিত বা আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম বিভাব। আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে বিভাব দ্বিবিধ। আলম্বন দুই প্রকার— বিষয়-আলম্বন ও আশ্রয়-আলম্বন। যাঁহার উদ্দেশ্যে রতি ক্রিয়াবতী হয়, তিনি বিষয়ালম্বন। রতির আধার ভক্তবৃন্দ আশ্রয়-

আলম্বন। যাঁহার দ্বারা রতি বিভাবিত হয়, তাহা 'উদ্দীপন-বিভাব'-সংজ্ঞায়-সংজ্ঞিত। বস্ত্র, অলঙ্কার, কদম্ববৃক্ষ, ময়ূর প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা-স্মারক বস্তুসকলই উদ্দীপন। যে সকল লক্ষণে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তাহারা 'অনুভাব'-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। চিত্ত-ক্ষোভক ভাবসমূহ 'সাত্ত্বিক ভাব' নামে অভিহিত।

সাত্ত্বিকভাব ৮টি, যথা—স্তম্ভ (জড়তা), স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় (সুষুপ্তি)। ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্ত-ভেদে সাত্ত্বিকভাব পঞ্চবিধ। কিঞ্চিৎ প্রকাশিত গোপন রাখার যোগ্য একটি বা দুইটি সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের নাম ধূমায়িত সাত্ত্বিক ভাব। এক সময়ে উদিত অথচ অতি কষ্টে গোপন যোগ্য দুইটি বা তিনটি সাত্ত্বিক ভাবের নাম জ্বলিত ভাব। একসঙ্গে উদিত এবং গোপন রাখার অযোগ্য তিনটি, চারিটি বা পাঁচটি ভাবের নাম দীপ্ত ভাব। একসঙ্গে উদিত পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত ছয়, সাত বা আটটি সাত্ত্বিক ভাবের নাম উদ্দীপ্তভাব; এই উদ্দীপ্ত ভাবই মহাভাবে 'সূদ্দীপ্ত'-ভাব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

সাত্ত্বিকভাব নিত্যসিদ্ধে উদিত হইলে স্নিগ্ধ', জাতরতি ভক্তে উদিত হইলে 'দিগ্ধ', ভাবশূন্য ব্যক্তিতে উদিত হইলে 'রুক্ষ', মুমুক্ষু ব্যক্তিতে উদিত হইলে 'রত্যাভাসজ', কর্মী বিষয়ী জনে উদিত হইলে 'সত্ত্বাভাসজ', পিচ্ছিলচিত্তজনে বা আভাস-পরায়ণ জনে দৃষ্ট হইলে 'নিঃসত্ত্ব' এবং ভগবদ্দ্বেষী জনে দৃষ্ট হইলে 'প্রতীপ ভাব' নামে অভিহিত হয়।

ব্যভিচারভাব ৩২টি, যথা—নির্বেদ (আত্মনিন্দা), বিষাদ (অনুতাপ), দৈন্য (নিজকে অযোগ্য বোধ), গ্লানি (শ্রবণজনিত দৌর্বল্য), শ্রম (নৃত্যাদিজনিত), মদ (মধুপানাদিজনিত মত্ততা), গর্ব (অহঙ্কার), শঙ্কা (অনিষ্ট-আশঙ্কা), ত্রাস (অকস্মাৎ ভয়), আবেগ (চিত্তসম্ভ্রম), উন্মাদ (উন্মত্ততা), অপস্মৃতি (অপস্মার-নামক ব্যাধি), ব্যাধি (জ্বরের উত্তাপ), মোহ (মূর্চ্ছা), মৃতি (মরণ), আলস্য (অলসতা), জাড্য (জড়তা), ব্রীড়া

(লজ্জা), অবহিত্থা (আকার-গোপন), স্মৃতি (পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ), বিতর্ক (অনুমান), চিন্তা (কি হইবে, এরূপ ভাবনা), মতি (শাস্ত্রার্থ-নির্ধারণ), ধৃতি (ধৈর্য), হর্ষ (আনন্দ), ঔৎসুক্য (উৎকণ্ঠা), ঔগ্র্য (তীক্ষ্ণস্বভাবতা), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), অসূয়া (মুখে দোষারোপ), চাপল্য (স্থৈর্যে অক্ষমতা), নিদ্রা (সুষুপ্তি), সুপ্তি (স্বপ্নদর্শন) ও বোধ (জাগরণ ও অবিদ্যাক্ষয়)।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ভক্তগণের চিত্ত- অনুসারে ভাবপ্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। গম্ভীর-চিত্ত ভক্তে অপ্রকাশ বা স্বল্পপ্রকাশ এবং তরলচিত্তে অধিক প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবের প্রকাশদ্বারা ভক্তের ভজন-অগ্রসরের তারতম্য নিরূপিত হয় না।

স্থায়িভাব ত্রিবিধ—(১) সামান্য, (২) স্বচ্ছ, (৩) শান্তাদি। ঐকৈকরসনিষ্ঠ ভক্ত-সঙ্গ-রহিত সামান্য ভক্তের সামান্য-ভজনপরিপাকে যে সামান্য-রতিরূপ স্থায়িভাব হয়, তাহা সামান্য। যিনি অবিশেষে শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তের সঙ্গ করিয়াছেন এবং তত্তদ্‌ভক্তের সঙ্গসময়ে যাঁহার স্বচ্ছ চিত্তে সঙ্গানুসারে রতির উদয় হইয়াছে, তাঁহার সেই রতি 'স্বচ্ছ স্থায়িভাব'-সংজ্ঞায় অভিহিত। পৃথক্ পৃথক্ রস-নিষ্ঠ ভক্তের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—পৃথক পৃথক রতির নামই শান্তাদি স্থায়িভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জ্বল—এই পাঁচটি মুখ্য স্থায়িভাব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণের মধ্যে যে ভক্ত যে রতির অধিকারী, তাঁহার নিকটে সেই রস সর্বোত্তম বিবেচিত হইলেও নিরপেক্ষ বিচারে রতিপঞ্চকের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা পরিদৃষ্ট হয়। শান্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠ-বুদ্ধিতা। দাস্যে ঐ গুণটিত' আছেই, তদুপরি মমতাগুণ বিদ্যমান; এই স্থান হইতে সেবন পরিস্ফুট। সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণাতিরিক্ত সম্ভ্রমরাহিত্য বা বিশ্রম্ভভাব বিদ্যমান। বাৎসল্যে উক্ত তিন রসের তিনটি গুণ ব্যতীত স্নেহাধিক্য বর্তমান। মধুর রসে উক্ত চারি রসের গুণ ব্যতীত সঙ্কোচশূন্যভাবে সর্বাঙ্গদ্বারা সেবন বিদ্যমান, সুতরাং মধুর রসই সর্ব-শ্রেষ্ঠ রস।

শান্তভক্তিরস— শান্তরসের বিষয়ালম্বন—সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি নরাকার পরব্রহ্ম নারায়ণ পরমাত্মা এবং শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ।

আশ্রয়ালম্বন—মমতা-রহিত ভগবন্নিষ্ঠ ভক্তিমার্গপ্রদর্শক সনকাদি ঋষি, আধিকারিক ভক্তসকল এবং মোক্ষবাসনাত্যাগী ভক্তিবাসনাযুক্ত জ্ঞানিগণ। উদ্দীপন—পর্বতকাননাদি-বাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি। অনুভাব—নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্মমতা, ভগবদ্দ্বেষী জনে বিদ্বেষ-রাহিত্য, ভগবদ্ভক্তেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞান-শাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি। সাত্ত্বিকভাব— স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথুঃ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু—এই ৭টি। এই রসে 'প্রলয়' দৃষ্ট হয় না।

দাস্যভক্তিরস—দাস্যরসের বিষয়ালম্বন—ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—মমতা-যুক্ত, গৌরব-ভাবময়, ভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণদ্বারা অপরের উপকারক ও দাস্যসেবা-পরায়ণ অধিকৃত ভক্ত, আশ্রিত ভক্ত, পারিষদ ও অনুগামী এই চারি প্রকার ভক্ত। ব্রহ্মা-শঙ্করাদি অধিকৃত ভক্ত। আশ্রিত ভক্ত ত্রিবিধ—শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। কালীয়নাগ, মগধরাজ জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্যভক্ত। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষাশা ত্যাগপূর্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা জ্ঞানিচর; সনকাদি ঋষিগণ এই বিভাগের অন্তর্গত। আর যাঁহারা প্রথম হইতে সেবানিষ্ঠ হন, তাঁহারা সেবানিষ্ঠ-সংজ্ঞায় অভিহিত। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজন্যবর্গ সেবানিষ্ঠ। উদ্ধব, দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ ও উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ। দ্বারকাপুরীর সুচন্দ্রমণ্ডলাদি এবং ব্রজপুরের রক্তক-পত্রক মধুকণ্ঠাদি অনুগভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তিমান্, তাঁহাদের নাম ধূর্যভক্ত। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে আদরযুক্তা তাঁহারা ধীরভক্ত, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া গর্বে কাহাকেও গণ্য করেন

না তাঁহারা বীরভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে প্রদ্যুম্নসাম্বাদি গৌরবান্বিত-সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ কেহ সাধন-সিদ্ধ ও কেহ কেহ সাধক। দাস্য-রসের উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ, চরণধূলি, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি।

অনুভাব—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালনাদি। এই রসে প্রেম, স্নেহ ও রাগ বিদ্যমান। অধিকৃতভক্ত ও আশ্রিতভক্তগণ প্রেম পর্যন্ত লাভ করেন। পার্ষদ ভক্তবৃন্দের 'স্নেহ' পর্যন্ত লাভ হয়। পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ রাগদশা প্রাপ্ত হন। ব্রজানুগ রক্তাকাদিতে এবং দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সবগুলিই লাভ হয়।

দাস্যরসে অযোগ ও বিয়োগ—দুইটি অবস্থা লাভ হয়। যেকাল পর্যন্ত প্রথম দর্শন না হয়, তৎপর্যন্ত অযোগ অবস্থা এবং দর্শনের পরে যদি শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন হন, তবে বিয়োগাবস্থা। বিয়োগে দশ দশা হয়, যথা—অঙ্গতাপ, জাগরণ, অনবস্থতা (আলম্বনশূন্যতা), অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

সখ্যভক্তিরস—সখ্যভক্তিরসে বিষায়লম্বন, —বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, সুবেশ, সুখী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—চতুর্বিধ সখা; এই সখাগণ মমতাযুক্ত, বিশ্বাসপরায়ণ, ভগবন্নিষ্ঠ, স্ব-স্ব আচরণদ্বারা অপরের উপকারক এবং সখার উচিত হাস্য, পরিহাস ও বিবিধক্রীড়াদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধনকারী। চতুর্বিধ সখার মধ্যে (১) সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, বলভদ্র প্রভৃতি যে সকল সখা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিছু বাৎসল্য-ভাবযুক্ত তাঁহারা 'সুহৃৎ'-সংজ্ঞায় অভিহিত; (২) বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ প্রভৃতি যে সকল সহচর শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু ন্যূন ও কিছু দাস্যভাব মিশ্র তাঁহারা 'সখা' সংজ্ঞায় অভিহিত। (৩) শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি যে সকল সহচর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের সমান, তাঁহারা 'প্রিয়সখা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত এবং (৪) সুবল, মধুমঙ্গল, অর্জুন (ব্রজের) প্রভৃতি যে সকল সখা প্রেয়সীরহস্যের সহায় ও শৃঙ্গারভাবস্পৃহ, তাঁহারা 'প্রিয়নর্মসখা'। উদ্দীপন বিভাব—শ্রীকৃষ্ণের

কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স এবং শৃঙ্গ, বেণু ও জল বাদ্যাদি সাধারণতঃ পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত বাল্য বা কৌমার, পঞ্চ হইতে দশবর্ষ পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং দশাধিক পঞ্চদশ বর্ষকাল পর্যন্ত কৈশোরকাল নির্ণীত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তিন-বৎসর চারিমাস পর্যন্ত কৌমার, তৎপরে ছয় বৎসর আট মাস পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং তৎপরে দশ বৎসর আট মাস পর্যন্ত কৈশোর কাল। এই বয়স পর্যন্ত তাঁহার ব্রজলীলা। ব্রজে সর্বকালেই তিনি মধুর রসের সেব্যগণের নিকট কিশোর। সপ্তমবর্ষে বৈশাখ মাসে তাঁহার কিশোর কাল আরম্ভ। সখ্যরসের অনুভাব—বাহু-যুদ্ধ খেলা, একশয্যা শয়ন প্রভৃতি। সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি সকলগুলিই। সঞ্চারিভাব—হর্ষ, গর্ব প্রভৃতি। সাম্যদৃষ্টি-নিবন্ধন সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস-বিশেষরূপ সখ্যরতিই স্থায়িভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগদশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। সখ্য রসে ও বিয়োগে দশ দশা উপস্থিত হয়।

বাৎসল্য রস—বাৎসল্য রসে বিষয়ালম্বন—কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—ব্রজে নন্দ, যশোদা, রোহিণী, উপানন্দ ও তৎপত্নী এবং মথুরা, দ্বারকা, হস্তিনাপুর প্রভৃতি স্থানে বসুদেব, দেবকী, কুন্তী প্রভৃতি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মমতা ও স্নেহযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অনুগ্রহের পাত্র—এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট। উদ্দীপন বিভাব—হাস্য মৃদু-মধুর বাক্য ও বাল্য-চেষ্টাদি। অনুভাব—মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ ও লালন-পালনাদি। সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ-স্বেদাদি সমস্ত এবং জননীর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ক্ষরণ। সঞ্চারিভাব—হর্ষ, শঙ্কা প্রভৃতি। স্থায়িভাব—বাৎসল্য রতি; এই রতির প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হয়। এই রসেও বিয়োগে দশদশা উপস্থিত হয়।

মধুররস—মধুররসে বিষয়ালম্বন—রূপমাধুর্য-বেণুমাধুর্য-লীলামাধুর্য-প্রেমমাধুর্য-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়ালম্বন—প্রেয়সীগণ। উদ্দীপনবিভাব—মুরলীরব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ, ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি।

অনুভাব—কটাক্ষপাত, হাস্য প্রভৃতি। সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভাদি সমস্ত সূদ্দীপ্ত-অবস্থা পর্যন্ত। সঞ্চারিভাব—আলস্য ও উগ্রতা ব্যতীত নির্বেদাদি সমস্ত। স্থায়িভাব—প্রিয়তা বা মধুর রতি। এই রসে প্রেমের—স্নেহ-রাগাদি সমস্ত অবস্থাই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গৌণরস-সপ্তক

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চমুখ্যরসের পঞ্চবিধ ভক্তেই সকল গৌণরস দৃষ্ট হয়। তজ্জন্যই তাঁহারা গৌণরসেরও আশ্রয়ালম্বন। হাস্যাদি ছয়টি রসের বিষয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ভক্ত ও তৎসম্বন্ধি-ব্যক্তিসকল। বীভৎসরসের বিষয়—ঘৃণাস্পদ, অপবিত্র মাংস-শোণিতাদি। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তিসকলও রৌদ্র ও ভয়ানক রসের বিষয় হইয়া থাকেন। গণ্ডবিকাশ ও নেত্রবিস্ফার প্রভৃতি যথাসম্ভব অনুভাব। সাত্ত্বিকভাবও যথাসম্ভব দুই তিনটি হইয়া থাকে। হর্ষ ও ক্রোধাদি ব্যভিচারী ভাব। হাস্যের হাস, অদ্ভুতের বিস্ময়, বীরের উৎসাহ, করুণের শোক, রৌদ্রের ক্রোধ, ভয়ানকের ভয় এবং বীভৎসের ঘৃণা—স্থায়িভাব।

নায়ক বিভাগ

উজ্জ্বল (মধুর) রসের নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। তিনি লীলা-বৈশিষ্ট্যে (১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত, (৩) ধীরোদ্ধত এবং (৪) ধীর-শান্ত। ধীরোদাত্ত নায়ক (রামচন্দ্রের ন্যায়) গম্ভীর, বিনয়ী, সকলের যথাযোগ্য সম্মানকারী প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ধীরললিত—(কন্দর্পের ন্যায়) একান্ত প্রেয়সী-বশ, নিশ্চিন্ত নবযৌবনসম্পন্ন ও নৃত্যগীতাদি নিপুণ। ধীরোদ্ধত (ভীম-সেনের ন্যায়) উদ্ধত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, রোষযুক্ত ও ছলনা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। ধীরশান্ত (যুধিষ্ঠিরের ন্যায়) ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞান-

সম্পন্ন। পতি ও উপপতি-ভেদে আবার নায়ক দ্বিবিধ। ইঁহাদের প্রত্যেকে আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। অনুকূল—এক নায়িকাতেই যিনি অনুরক্ত। দক্ষিণ—অনেক নায়িকাতে যিনি সমব্যবহারী। শঠ—যিনি প্রেয়সীর সাক্ষাতে প্রিয়কথা বলেন এবং অসাক্ষাতে অপ্রিয় সাধন করেন। ধৃষ্ট—যিনি অন্য কান্তার সহিত সম্ভোগের চিহ্ন ধারণ করিয়াও নির্ভয়ে মিথ্যা কথা বলেন। সুতরাং সর্বসমেত নায়ক ৩×৪×২×৪=৯৬ প্রকারের।

নায়িকা-বিভাগ

আশ্রয়ালম্বন নায়িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ। ইঁহাদের প্রত্যেকে ত্রিবিধা—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মধ্যা আবার মান-সময়ে ত্রিবিধা—ধীরামধ্যা, অধীরা মধ্যা, ধীরাধীরা মধ্যা। প্রগল্‌ভাও ত্রিবিধা—ধীরা প্রগল্‌ভা, অধীরা প্রগল্‌ভা ও ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা। মুগ্ধার ন্যায় কন্যাকা-নাম্নী এক প্রকার নায়িকা আছেন। সুতরাং আমরা এযাবৎ ২ (স্বকীয়া ও পরকীয়া) ×৭ (১ মুগ্ধা +৩ মধ্যা +৩ প্রগল্‌ভা)+১(কন্যাকা) =১৫ প্রকার নায়িকার বিষয় অবগত হইলাম। এই সকল নায়িকার প্রত্যেকে আবার অভিসারিকা, বাসক-সজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীন-কর্তৃকা ভেদে অষ্টবিধা। ইঁহাদের প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। সুতরাং সর্বসমেত নায়িকা ১৫×৮×৩=৩৬০ প্রকারের। নায়িকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা—(১) মধুরা, (২) নবীনবয়সযুক্তা অর্থাৎ কিশোরী, (৩) চঞ্চলনেত্রা, (৪) উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, (৬) সৌগন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদকারিণী, (৭) সঙ্গীত-প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয়-রাগবিশিষ্টা, (৯) নর্ম (পরিহাসাদি) গুণে পণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণা-পূর্ণা, (১২) বিদগ্ধা অর্থাৎ রতিকলাভিজ্ঞা, (১৩) পাটবান্বিতা অর্থাৎ কর্তব্যকুশলা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্যাদা, (১৬) ধৈর্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯)

পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুল-প্রেমের বসতি, (২১) আশ্রয় জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশোযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরুস্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, (২৫) সর্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী। বৃন্দাবনেশ্বরীর অনন্ত গুণসমূহের মধ্যে এই ২৫টি প্রধান।

জনসাধারণের অধিকার বিচার করিয়া প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু এস্থলে লিখিত হইল না। যাঁহারা প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা কাম ও প্রেম সম্বন্ধে পার্থক্য—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম" ও "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম" স্মরণপূর্বক এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর বিভু 'সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ' জানিয়া এতদ্বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবেন। ইহাই বিশেষ নিবেদন। রসগ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর এই উপদেশ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, রুদ্র ব্যতীত অন্যে বিষপান করিলে যেরূপ দশা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ ভগবান্ ব্যতীত অন্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলাদি অনুকরণ করার কথা দূরে থাকুক, মনে মনে চিন্তা করিলেও বিশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ভোগ ও ত্যাগ-লিপ্সা পরিত্যাগপূর্বক সেবোন্মুখ সাধক উপযুক্ত গুরুপাদপদ্মের নির্দেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-লীলানুশীলন করিলে হৃদ্‌রোগ কাম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন।

দোলক মহামরকত

শিক্ষাষ্টক

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত আটটি শ্লোক শিক্ষাষ্টক নামে খ্যাত। প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের ফল, দ্বিতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি মুখ্য নামেই তাঁহার সর্বশক্তির বিদ্যমানতা, তৃতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রণালী, চতুর্থটিতে শুদ্ধভক্তের একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিরই প্রার্থনা, পঞ্চমটিতে সাধকের স্ব-স্বরূপে চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে কৃপা যাচ্ঞা, ষষ্ঠটিতে প্রেমের বাহ্য লক্ষণ, সপ্তমে প্রেমভক্তির অন্তর্লক্ষণ ও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভমূলক ভজন এবং অষ্টমে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা বর্ণিত হইয়াছে। এই শিক্ষাষ্টক শুদ্ধভক্তের হৃদয়রত্ন। তজ্জন্য নিম্নে অন্বয়ানুগত ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত পদ্যানুবাদ সহ তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

১ম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।।

চেতোদর্পণমার্জনং (চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী), ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং (ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণকারী), শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা

বিতরণং (জীবের কল্যাণরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী), বিদ্যাবধূজীবনম্ (বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ), আনন্দাম্বুধিবর্ধনং (আনন্দসাগরের বর্ধনকারী), প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পদে পদেপূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ), সর্বাত্মস্নপনং (এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী), পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ (শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন)।

শ্লোকার্থ ব্যাখা—
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম।।
কৃষ্ণ-প্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন।।
[উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক।।]

২য় শ্লোক—
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।

নাম্নাং বহুধা (কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম) অকারি (প্রকটিত করিয়াছ) তত্র নিজ সর্বশক্তিঃ (সেই সকল নামে তোমার নিজের অনন্ত শক্তি) অর্পিতা (নিহিত করিয়াছ), স্মরণে কালঃ অপি ন নিয়মিতঃ (সেই নাম -স্মরণের কালাদি নিয়ম কর নাই), তব এতাদৃশী কৃপা ভগবন্ (হে ভগবন্! তোমার এই প্রকার করুণা), মম অপি ঈদৃশং দুর্দৈবং (তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ যে) ইহা অনুরাগঃ ন অজনি (তাহা তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না)।

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা—

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম-লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়।।
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ।।
[যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়।।]

৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

তৃণাদপি সুনীচেন (যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন), তরোরিব সহিযুন্না (যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু), অমানিনা (নিজে মানশূন্য), মানদেন (অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন), কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ (তিনি সর্বদা হরিনামকীর্তনের অধিকারী)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম।।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়।।
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপনাধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান।।

এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়।।
[কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
‘শুদ্ধভক্তি’ কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা।।
প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে, —‘কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ’।।]

৪র্থ শ্লোক—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

হে জগদীশ (হে জগন্নাথ), অহং ধনং ন (আমি ধন না), জনং ন (জন না), সুন্দরীং কবিতাং বা ন কাময়ে (অথবা সুন্দরী কবিতাও কামনা করি না), মম জন্মনি জন্মনি (আমার জন্মে জন্মে), ত্বয়ি (আপনাতে), অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ (নিষ্কামা ভক্তি হউক)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা—

ধন জন নাহি মাঁগো কবিতা সুন্দরী।
‘শুদ্ধভক্তি’ দেহ’ মোরে, কৃষ্ণ, কৃপা করি।।
[অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান।।]

৫ম শ্লোক—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।

অয়ি নন্দতনুজ (ওহে নন্দনন্দন) বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম-ভবসমুদ্রে) পতিতং কিঙ্করং (তোমার কিঙ্কর হইয়াও পতিত হইয়াছি) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং (তোমার

পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ) মাং বিচিন্তয় (আমাকে চিন্তা কর)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা—
তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা।।
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন।।
[পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্তন।।]

৬ষ্ঠ শ্লোক—
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি।।

তব নাম গ্রহণে কদা (হে নাথ, তোমার নাম গ্রহণে কবে) নয়নং গলদশ্রুধারয়া (আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে) গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা বদনং (বাক্য নিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বাহির হইবে) পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ (এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা—
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।
[রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন।।]

৭ম শ্লোক—
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।।

গোবিন্দ বিরহেণ (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ (নিমেষসদৃশ অতি অল্পকালও) যুগায়িতং (যুগবৎ বোধ হইতেছে) চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং (চক্ষু দিয়া বর্ষাধারার ন্যায় জল পড়িতেছে), সর্বং জগৎ শূন্যায়িতম্ (সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা
উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে দু'নয়ন।।
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন।।
[কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে, —'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ'।।
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।।
হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়।।
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইলা।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা।।
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা।।]

৮ম শ্লোক—
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।

সঃ পাদরতাং (সেই শ্রীকৃষ্ণ এই চরণ-সেবৈকপরায়ণা কিঙ্করীকে) আশ্লিষ্য বা পিনষ্টু (গাঢ়তর আলিঙ্গন দ্বারা পেষণ করুন) বা অদর্শনাৎ (অথবা অদর্শনদ্বারা) মাং (আমাকে) মর্মহতাং করোতু (মর্মহতাই করুন) বা সঃ লম্পটঃ (অথবা নিজেন্দ্রিয়সুখাভিনিবিষ্ট সেই লম্পট) যথা তথা বিদধাতু (স্বেচ্ছাক্রমে অন্য কান্তাগণের সহিত বিহার করুন) তু সঃ (তথাপি তিনি) এব মৎপ্রাণনাথ (আমারই প্রাণনাথ) অপরঃ ন (অপর কেহ নহেন)।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা—

"আমি—কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ।।
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয়।।
ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা'-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা।।
কিবা তেঁহো লম্পট, শট, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ।।
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হইল মহাসুখ,

সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য।।
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙা হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী।।
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে।।
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে লাভ পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ।।
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস।।"

শিক্ষাষ্টকের ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত ভাষ্য

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন। ।।১।।

হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের

কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। ।।২।।

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মান-শূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সদা হরি-কীর্তনের অধিকারী। ।।৩।।

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক। ।।৪।।

ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর। ।।৫।।

হে নাথ, তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্য নিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্‌গদস্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে?। ।।৬।।

হে গোবিন্দ তোমার অদর্শনে আমার—'নিমেষ' সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে। ।।৭।।

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ।। ৮।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কয়েকটি উপদেশ

গৃহস্থের প্রতি—

প্রভু কহে, —'কৃষ্ণসেবা', বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন'।।
চৈঃ চঃ ম (১৫/১০৪)

বৈষ্ণব কে?

প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, —সেই পূজ্য, শ্রেষ্ঠ সবাকার।।"
"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব পাপ ক্ষয়।
নববিধা-ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।।
দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।।
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়।।
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান।।"
চৈঃ চঃ ম (১৫/১০৬-১১)

বৈষ্ণবতর

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।।"
চৈঃ চঃ ম (১৬/৭২)

বৈষ্ণবতম—

'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব প্রধান।।"
চৈঃ চঃ ম (১৬/৭৪)

সংসার ত্যাগেচ্ছুর প্রতি

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"
চৈঃ চঃ ম (১৬/২৩০-২৩৬)

ত্যক্তগৃহের প্রতি

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।
চৈঃ চঃ অ (৬/২৩৬-২৩৭)

শ্রীশ্রীগুরু -গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জীবনালোকে

শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ
(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

কৃষ্ণবর্ণ একটি শিশু, সবে মাত্র লিখতে পড়তে শিখেছেন। একদিন অত্যন্ত মনোনিবেশের সঙ্গে কলার পাতায় কাঁচা হাতে বাল্যের বর্ণমালা লিখছিলেন। হঠাৎ একটা গরু এসে লেখা পাতাগুলি খেয়ে ফেলল। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় অস্থির ঐ শিশুটি তাঁর নব সৃষ্টির এই বিষাদময় পরিণতি দেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার বিদ্যা সব গরু খেয়ে ফেলল, আমার আর লেখাপড়া হবে না।" মা ও দাদা অনেক বোঝানোর পরে শিশুটি শান্ত হলেন।

শিশুটি আর কেউ নন, শৈশবের কৃষ্ণদাস, যৌবনে ও বার্ধক্যের শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের একান্ত অনুগত ও প্রিয়তম শিষ্য শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ ১৩০৭ সালের ৭ই কার্ত্তিক (ইং ২৩শে অক্টোবর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ) মঙ্গলবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রী অন্নকূট মহোৎসবের দিন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত "খাড়া" গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃদেব শ্রীদুর্গাচরণ দাস এবং মাতৃদেবী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। শৈশবে গোস্বামী মহারাজের নাম ছিল "কৃষ্ণদাস"। কৃষ্ণদাস ছাড়াও শ্রীদুর্গাচরণ দাসের হরেন্দ্র, জগদ্বন্ধু ও হরিদাস নামে তিন পুত্র এবং প্রেমদা ও গঙ্গামণি নামে দুইটি কন্যাও ছিল।

গোস্বামী মহারাজ একটু দেরিতেই কথা বলতে শিখেছিলেন এবং কথা শেখার পর খুব দ্রুত কথা বলতেন। শৈশব থেকেই তাঁর

অদ্ব

বিভিন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা

('শ্রীমদ্ভাগবতম্,' 'ব্রহ্মসংহিতা' 'লঘুভাগবতামৃতম্' 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা' ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোকে)

স্বয়ংরূপ (রূপে লীলা)

গোপমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। এই রূপ তাঁহার অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না।

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে"

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ
(ইচ্ছাশক্তি প্রধান)
কেবল লীলাময়।

স্বয়ং প্রকাশ

প্রাভব বিলাস
[রাসে বহুমূর্তি প্রকাশ প্রাভব বিলাস; চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন প্রাভব বিলাস]

বৈভব প্রকাশ
(মূল সঙ্কর্ষণ, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ বলদেব এবং দ্বিভুজ দেবকী-নন্দন বৈভব প্রকাশ।)

"তাদৃশে
সঙ্কর্ষণা
স্বয়ংরূ
বিলাস
প্রকাশ
যেমন
সঙ্কর্ষণা
লীলাব

পুরুষাবতারত্রয়
১নং মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী
২নং গর্ভোদকশায়ী
৩নং ক্ষীরোদকশায়ী

মৎস্য কূর্মাদি
লীলাবতারগণ
২৫ মূর্তি।

১৪ মন্বন্তরাবতার
যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বকসেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু,

৪ যুগাব
সত্যে—
ত্রেতায়—
দ্বাপরে—
এবং সা
কলিতে কৃ
এবং বি
কলিতে 'পী

লীলাবতার— (ভা ১ম স্ক ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য) ১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬।
২। ৭। ১৯।), ১১। ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভা ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃ
প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কী—এই ২৫ মূর্তি লীলাবতার; ইহারা
মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'— অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার; কপিল, দ
আর কূর্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অ

গুণাবতার— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ভা ১০।৮৮।৩),— এই তিন মূর্তি; ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা—সৃষ্টি শ

...নরনারায়ণ, ৭। কার্দমি-কপিল, ৮। দত্ত (আত্রেয়—ভা ২।৭।৪।) ৯। হয়শীর্ষ (ভা ২।৭।১১।) ১০। হংস (ভা ...নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। ...প্রায় প্রতি কল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার' নামেও কথিত। ইঁহাদের ...দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস,—এই পাঁচ মূর্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার; ...অবতার।।

...শক্ত্যাবিষ্ট ও শিব—সংহার-শক্ত্যাবিষ্ট জীব। স্থিতি-কর্তা বিষ্ণু—তদেকাত্মস্বরূপান্তর্গত বৈভব-বিলাস অনিরুদ্ধ।

বিভিন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা
('শ্রীমদ্ভাগবতম্,' 'ব্রহ্মসংহিতা' 'লঘুভাগবতামৃতম্' 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা' ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোকে)
অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ
ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।]
শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা
স্বয়ংরূপ (রূপে লীলা)
গোপমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। এই রূপ তাঁহার অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না।
"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে"
স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ
(ইচ্ছাশক্তি প্রধান)
কেবল লীলাময়।
স্বয়ং প্রকাশ
প্রাভব বিলাস
[রাসে বহুমূর্তি প্রকাশ প্রাভব বিলাস; চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন প্রাভব বিলাস]
বৈভব প্রকাশ
(মূল সঙ্কর্ষণ, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ বলদেব এবং দ্বিভুজ দেবকী-নন্দন বৈভব প্রকাশ।)
তদেকাত্ম (রূপে লীলা)
স্বাংশ
"তাদৃশোন্যূন শক্তি যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদিমৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু।।"
স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও যিনি বিলাস অপেক্ষা ন্যূন (অল্পতর) শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে, যেমন নিজ নিজ ধামে বিরাজমান সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ।
বিলাস
"স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে।
অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে বিলাস বলা যায়।
একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম।।
আবেশ (রূপে লীলা)
মুখ্য
গৌণ
(বিভূতিরূপে আভাস মাত্র)
গীতা—১০।৪১,৪২
ভাঃ—২।৭।৩৯,
মায়াবিভূতিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য।
[বিভূতি (ঐশ্বর্য) ও শ্রী (সম্পত্তি) সম্পন্ন জীবগণ গৌণ আভাস]
ভগবদাবেশ অবতার-
কপিল ও ঋষভদেব।
শক্ত্যাবেশ অবতার
বৈকুণ্ঠস্থ শেষ
(স্ব-সেবন শক্তি)
অনন্ত,
(ভূধারণ শক্তি)
ব্রহ্মা,
(সৃষ্টি শক্তি)
চতুঃসন,
(জ্ঞান শক্তি)
নারদ,
(ভক্তি শক্তি)
পৃথু,
(পালন শক্তি)
পরশুরাম,
(দুষ্টদমন শক্তি)
প্রাভব
আদি চতুর্ব্যূহ
বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ
[শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ (স্বয়ং প্রকাশ) শ্রীবলদেব প্রভুর এই প্রাভব বিলাস-চতুষ্টয় ভাবভেদে প্রকাশিত এবং মথুরায়ও দ্বারকায় অবস্থিত]
বৈভব
প্রাভব বিলাস হইতে প্রকাশিত।
২৪ মূর্তি।
বৈকুণ্ঠে বা পরব্যোমে অবস্থিতি
১নং দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—৪
২নং উহাদের প্রকাশ—১২
৩নং উহাদের বিলাস—৮
পুরুষাবতারত্রয়
১নং মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী
২নং গর্ভোদকশায়ী
৩নং ক্ষীরোদকশায়ী
মৎস্য কূর্মাদি
লীলাবতারগণ
২৫ মূর্তি।
১৪ মন্বন্তরাবতার
যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বকসেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু,
৪ যুগাবতার
সত্যে—'শুক্ল'
ত্রেতায়—'রক্ত',
দ্বাপরে—'শ্যাম',
এবং সাধারণ কলিতে কৃষ্ণবর্ণ,
এবং বিশেষ কলিতে 'পীতবর্ণ'।
লীলাবতার— (ভা ১ম স্ক ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য) ১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬। নরনারায়ণ, ৭। কার্দমি-কপিল, ৮। দত্ত (আত্রেয়—ভা ২। ৭। ৪।) ৯। হয়শীর্ষ (ভা ২। ৭। ১১।) ১০। হংস (ভা ২। ৭। ১৯।), ১১। ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভা ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কী—এই ২৫ মূর্তি লীলাবতার; ইঁহারা প্রায় প্রতি কল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার' নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'— অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস,—এই পাঁচ মূর্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার; আর কূর্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থা অবতার।।
গুণাবতার— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ভা ১০।৮৮।৩),— এই তিন মূর্তি; ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা—সৃষ্টি শক্ত্যাবিষ্ট ও শিব—সংহার-শক্ত্যাবিষ্ট জীব। স্থিতি-কর্তা বিষ্ণু—তদেকাত্মস্বরূপান্তর্গত বৈভব-বিলাস অনিরুদ্ধ।

পড়াশুনার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতি দিনের পড়া শেষ না করে কিছুতেই খেতে বসতেন না। তিনি কখনও পাঠশালাতে পড়েননি। প্রথমে তিনি চূড়াইন মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। স্কুলের শিক্ষক মহাশয় শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় "কৃষ্ণদাস" নাম পরিবর্ত্তন করে "কৃষ্ণগোপাল" রাখেন। এখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন এবং প্রতি শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

এরপর তিনি ভর্ত্তি হন হাসারা কালীকিশোর হাইস্কুলে। এই সময় তিনি স্কুল থেকে দুই মাইল দূরে কাঁদিশাল গ্রামের এক ধনীর বাড়িতে থাকতেন এবং দুই মাইল হেঁটেই স্কুলে যাতায়াত করতেন। এখানে পড়াকালীন কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে তিনি চাঁদা তুলে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হরিসভা বসিয়েছিলেন। এই সভাতে তিনি নিজেও বক্তব্য রাখতেন। এখানে ভর্ত্তি হবার পরে গোস্বামী মহারাজ দীর্ঘ একমাস জ্বরে ভোগেন। এই অবস্থায় পরীক্ষা দিয়েও ঐ স্কুলের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রের চেয়েও ১০০ নম্বর বেশী পান। তিনি ফার্স্টডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলের সকল ছাত্রের মধ্যে অঙ্কে তাঁর ছিল সর্ব্বোচ্চ নম্বর। কেবল মেধাবী ছাত্র হিসাবে নয়, তাঁর বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার ও পবিত্র স্বভাব প্রভৃতি গুণে তাঁকে শিক্ষক ও অন্যান্য ছাত্রদের কাছে অতীব প্রিয় করে তুলেছিল।

গোস্বামী মহারাজ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে এক বছর আই.এ. পড়ার পরে ডাক্তারী পড়ার জন্য তিনি মিড্ ফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁর ছিল শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং মায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। প্রত্যহ বিকেলে মা যখন ভাগবত পাঠ শুনতে যেতেন তখন তিনি মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য পুকুর থেকে কলসী ভরে জল তুলে রাখতেন। কখনো কখনো মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে রান্নার জ্বালানি স্বরূপ ঘুঁটে তৈরী করে রাখতেন।

মা একদিন ভাগবত-পাঠ শুনে এসে বললেন, বংশে একজন যথাযথ

কৃষ্ণ-ভক্ত হলে সে-বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়, এ কথাটি তাঁর শিশুমনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল এবং মাকে বললেন, "মা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন কৃষ্ণভক্ত হতে পারি"।

অধ্যাত্মবাদ ও জড় বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মেরুতে অবস্থিত অথচ গোস্বামী মহারাজ এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করে-ছিলেন। ডাক্তারী পড়াকালীন তাঁর আধ্যাত্মিক বোধের তীব্র উন্মেষ ঘটে।

শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শিষ্যেরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসতেন। সেখান থেকেই তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনিও মাঝে মাঝে ঢাকাস্থিত শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করতেন।

ডাক্তারী পাশ করার পূর্ব্বেই দাদা এবং মামা তাঁর বিয়ের জন্য মেয়ে দেখেন, এমন কি বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেল। কিন্তু এই সংবাদে তিনি খুব মর্মাহিত ও বিব্রত হন। বিয়ে করার ইচ্ছা আদৌ তাঁর ছিল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট কাতর প্রার্থনা জানালেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে কি নূতন ভাবে মায়ার সংসার-বন্ধনে ফেলিবে"। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ বিবাহ বন্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারী পরীক্ষা দেবার পর গোস্বামী মহারাজ উল্টোডাঙ্গার মঠের উৎসবে যান। কিন্তু কিছুতেই তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন না। যখন তিনি দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে জানানো হল তাঁর দীক্ষা হবে না, শ্রীনাম গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অন্তর্যামী প্রভুপাদ তাঁর আকুল আর্তি শুনতে পেলেন এবং আদেশ হল ঃ আগামী দিন ডাক্তার বাবুর দীক্ষা হবে। পরের দিন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীনাম দেওয়ার পূর্ব্বেই দীক্ষা দিলেন। সাধারণ নিয়মে শ্রীনাম গ্রহণের পরে দীক্ষা হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। ১৯২৭ সালে তিনি ডাক্তারী পাশ করেন এবং একই বছরে তিনি দীক্ষা পান।

দীক্ষা দেবার পরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে গৃহ ত্যাগ করে শ্রীধাম মায়াপুরে ডাক্তারী করতে আদেশ দিলেন। শ্রীগুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য্য করে তিনি যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্পদের লোভ এবং পরিজন ত্যাগ করে মঠবাসী হলেন এবং শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে একমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তার রূপে সেবাকার্য্য চালাতে লাগলেন। সেখানে ছোট খাটো অপারেশনও করতেন তিনি। দীক্ষা লাভের পর তাঁর নাম হল "শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী"।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে 'নদীয়া প্রকাশ' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বার করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল জনসমক্ষে ঈশ্বরের লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করা। এই দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হলেন শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, আর কার্য্যাধ্যক্ষের সেবাভার পেয়েছিলেন আমাদের শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ। পাশাপাশি গৌড়ীয় পত্রিকার সেবাভারও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল। চিকিৎসা করা, তিন বেলা পাঠ করা, পত্রপত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি ছাড়াও সর্ব্বক্ষণ তিনি শ্রীনাম-সেবা ও শাস্ত্রানুশীলনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন।

শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ ছিলেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের যোগ্য ও প্রিয়তম শিষ্য, তাই তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ মহারাজকে নিজের জীবনী লেখার আদেশ দিয়েছিলেন। সারা জীবনে গোস্বামী মহারাজ প্রচুর লিখেছেন। লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনা -গুলি 'গৌড়ীয় দর্শনে ভাগবত কথামৃত ১ম খণ্ড' গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর রচনাগুলি শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃত প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের সার্থক নিদর্শন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাবের পরে অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদ প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আচার্য্য ও সভাপতি পদে আসীন হয়ে আমাদের গোস্বামী মহারাজ অর্থাৎ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারীকে প্রথম সন্ন্যাস দান করেন। সন্ন্যাস দান কালে তাঁর নামাকরণ করা হলো **"ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ"**। কায়মনবাক্যে যিনি কৃষ্ণ ভজন করেন তিনিই ত্রিদন্ডী স্বামী, গোস্বামী প্রভুর ক্ষেত্রে এই অভিধা যথোপযুক্ত এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ।

ত্রিদন্ডী সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটের পর ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্য মঠের আচার্য ও সভাপতি পদে আসীন হয়ে আজীবন সেবাকার্য্য করে যান। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরুর আনুগত্যে থেকে কিভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয় তা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দেখিয়েছেন।

১৯২৭ থেকে ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অবিচলিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাকার্য্য চালিয়েছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর দুচোখে ছানি পড়ে, সেই অবস্থাতেও তিনি নিত্য দু'বেলা নিয়মিত আরতিতে যোগদান, শ্রীগ্রন্থসেবা ও অন্যান্য সেবাকার্য্য কিভাবে সম্পন্ন করেছেন তা, পরম বিস্ময়ের।

যে কোন পরিস্থিতিতে "কৃষ্ণের ইচ্ছা" সর্ব্বসিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতেন ও উপদেশ দিতেন। বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহে তিনি এমন দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে", "কৃষ্ণ ভক্ত সর্ব্ব সময় শান্ত" এই উক্তির সত্যতা তাঁকে দর্শনমাত্রেই দর্শকেরা উপলব্ধি করতে পারতেন। মঠের সকল পর্য্যায়ের কনিষ্ঠ সেবকবৃন্দের প্রতিই তাঁর ছিল অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহ ও বাৎসল্যের প্রকাশ।

শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মঠে আগন্তুক ভক্ত ও অতিথিবৃন্দের প্রথম দর্শনেই সকলকে প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়ন ক'রে পরে তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। তিনি বলতেন—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।"

এ কথা তিনি তাঁর নিজের জীবনেও পালন করতেন। কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান—তিনি ছিলেন কৃষ্ণৈকপ্রাণ—জীবনের শেষ লগ্নে কৃষ্ণপ্রেমের সুরভিপরিমণ্ডলের এক অলৌকিক ভাব-জগতে ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। সদাহাস্যমুখ গোস্বামী মহারাজ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে সহজেই সকলের অন্তর জয় করে নিতেন।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের দুই দিন আগে থেকেই তিনি অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থা। উৎসবের দিন ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি ভক্তদের শেষ কৃপাদান করেন। পরদিন ৪ঠা নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি বাহ্য-জ্ঞান-লুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঊর্দ্ধ সাধন মার্গে অবস্থান করছিলেন। ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে অহোরাত্র শ্রীভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীনামকীর্তনে রত ছিলেন। মহারাজের তিরোধানের চার দিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ শ্যামলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এক শ্লোকের প্রথম চরণ আবৃত্তি করে দ্বিতীয় চরণ ভুলে যান। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, বাহ্য-জ্ঞান-লুপ্ত গোস্বামী মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চরণটি আবৃত্তি করে উঠেন।

শ্রীশ্যামল প্রভু বলে ছিলেন,—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষপুরাণ"।

আর আমাদের মহারাজ উচ্চারণ করলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে"।।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষ গৌর একাদশী তিথির অমৃতযোগে রাত ২টা ৫৫মিনিটে শ্রীশ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ তাঁর ইহলৌকিক লীলা ত্যাগ করে নিত্য ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

জাগতিক লীলা শেষ হবার পরেও তা শেষ নয়। কোথায় তিনি নেই! চারিদিকে তাঁর অনুভব, প্রিয় শিষ্যদের প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি অভয় দিয়ে চলেছেন, "আমি আছি, থাক্‌বো তোমাদের সঙ্গে তোমাদের

অন্তরে, পবিত্র সাধন-ভজন-কর্ম্মের মধ্যে, তাই ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে তাঁর নিত্য অবস্থিতি। ইতি—

যস্য প্রসাদাদ্‌ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশাস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

তিরোভাব-লীলার প্রাক্কালে
শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

[শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ঊষা ৫-৩০ ঘটিকায় তিরোভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ৮ দিন পূর্বে— ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর পূর্বাহ্ণে তিনি সেবকগণকে নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ প্রদান করিয়াছেন।]

"আমি বহু লোককে উদ্বেগ দিয়াছি ; অকৈতব সত্যকথা ব'লতে বাধ্য হ'য়েছি বলে, নিষ্কপটে হরিভজন করতে বলেছি ব'লে অনেক লোক হয় ত' আমাকে শত্রু ও মনে ক'রেছেন। অন্যাভিলাষ ও কপটতা ছেড়ে নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হ'বার জন্যই আমি অনেক লোককে উদ্বেগ দিয়েছি, একথা তাঁরা কোনও না কোন দিন বুঝতে পারবেন।

আপনারা সকলে এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না; নিজ ভজন, নিজ সর্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তন ছাড়বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করবেন।

আমাদের এই জবদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। আমরা কোন প্রকার কর্মবীরত্ব বা ধর্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তি বিনোদ-মনোভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

"আদদানাস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।"